ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 January, 2021 ■ আগরতলা, ১৯ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৫ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রেতাত্মাকেও ভাতা দিত পূর্বতন ত্রিপুরা সরকার, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.)।। প্রেতাত্মা-কেও ভাতা দিত পূর্বতন ত্রিপুরা সরকার। কারণ, সিপিএম-র ছিল সেই প্রেতাত্মা। পেচারথলে অটল সম্পর্ক রেলি-তে অংশ নিয়ে এইভাবেই সিপিএম-কে চাঁচাছোলা ভাষায় বিধেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং বিশ্বাস এর রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। তাই রাজ্যের সর্বত্র অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সকল সহায়তা পৌঁছে দিতে তৎপর এই দল।

এদিন তিনি ঘোষণা করেন, আগামী অর্থবছরে পেঁচারথলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। পেঁচারথলে একটি নতুন টাউন হল নির্মাণ করা হবে। সাথে যোগ করেন, রেস্টহাউজ নির্মাণ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদন পাঠানো হয়েছে। পেঁচারথলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে শহীদের পরিবারের প্রতি সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, পূর্বতন সরকার নিজেদের গরিবের সরকার, ক্ষেতমজুরের সরকার বলে প্রচার করে গেছেন কিন্তু একটিও ফসল বীমা যোজনা চালু করতে পারেনি। বর্তমানে "মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা" - এর মাধ্যমে পেঁচারথলের ১১৩৪ জন কৃষক লাভান্বিত হয়েছেন। ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকদের জন্য ফসল বীমা যোজনা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এই বীমার আওতায় আসা কৃষকদের ফসল কোন কারনে নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ সরকার দেবে। তাই রাজ্যের সকল কৃষকদের এর আওতায় আনা হবে। তিনি যোগ করেন, এখন পর্যন্ত ৮০ু কৃষকদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সাথে তিনি জোর গলায় দাবি করেন, এই প্রকল্পে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। "কিষান ক্রেডিট কার্ড" - এর মাধ্যমে পেঁচারথলের ৩৫২৩ জন কৃষক লাভান্বিত হয়েছেন। তাঁর কথায়, এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরাও কেসিসি লোন নিয়ে তাদের কৃষি কাজ করতে পারবেন। "প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি"-এর মাধ্যমে ২২৮৫ জন কৃষকের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রত্যেক বছর ছয় হাজার টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে চলে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন তীব্র কটাক্ষের সুরে বলেন, পূর্বতন সরকার প্রেতাত্মাকেও ভাতা প্রদান করত। কারণ সেই প্রেতাত্মা ছিল সিপিআইএম-এর। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা সরকার ওই প্রেতাত্মার ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই, সিপিআইএম বলছে সরকার নাকি চারিদিকে ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর দাবি, পেঁচারথলে বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলে ৩৮৪৬ জন ভাতা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণ-এর জন্য কেউ যদি সত্যিকারের কাজ করে থাকে তাহলে একমাত্র বর্তমান বিজেপি সরকারই করছে। আগে শুধুমাত্র বিপিএল, অন্তোদয় ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান করা হতো। বর্তমান সরকার বিপিএল, অন্তোদয়, এপিএল সকল ছাত্রীদের জন্য সাইকেল প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। তিনি তথ্য তুলে ধরে বলেন, এখন পর্যন্ত পেঁচারথলে ৭২১ টি সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। আরও ২৩৫ সাইকেল প্রদানের জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি নেত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার পেঁচারথলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। পেঁচারথল রেল স্টেশনের কাছে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সোমবার। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়ে মৃতার নাম সতিদেবী চাকমা। তিনি বিজেপি মহিলা মোর্চার পাবিয়াছড়া মন্ডলের সহ সভানেত্রী। মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয় পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পেঁচারথল হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়। পুলিশ একটি আস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মহিলার মৃত্যু কি রেলের ধাক্কায় নাকি অন্য কিছু, এনিয়ে জোর প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

জম্পুইজলায় নাবালিকা ছাত্রী অপহৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। জাম্পুইজালা থানা এলাকার জারুল বাচাই থেকে এক নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে অসমের এক যুবক। জানা যায় অসমের কিছু লোকজন জারুল বাচাই এলাকায় কাজ করতে আসে।এখানে এসে কিছুদিন কাজ করার সুবাদে এক নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে কাজ করতে আসা এক যুবকের পরিচয় ঘটে।

তাদের মধ্যে প্রনয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে।সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উপজাতি অংশের নাবালিকা ছাত্রীকে ওই যুবক অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জাম্পুইজালা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যে ছাত্রীটি অপহৃত হয়েছে সে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত ছিল বলে জানা গেছে। অপহৃত ছাত্রীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক-বাজেট বৈঠকে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ সহায়তার আর্জি উপমুখ্যমন্ত্রীর

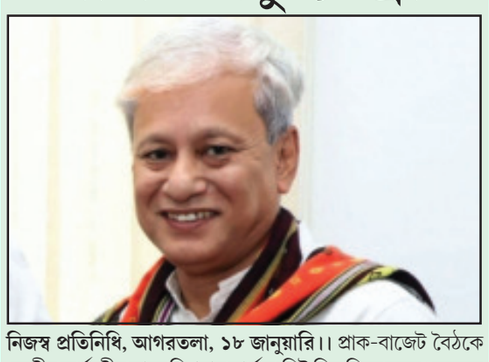

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। প্রাক-বাজেট বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে ত্রিপুরার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাতে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্য অংশে ঘাটতির বিষয়টি বিবেচনা করতেই হবে। কারণ, ২,৬৩৬ কোটি টাকার ঘাটতি ত্রিপুরার মতো ছোট্ট রাজ্যের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা বাজেটেই উল্লেখ রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাতে, কেন্দ্রীয় করের অংশ রূপে প্রাপ্য ঘাটতি পুষিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রাক-বাজেট নিয়ে আজ সচিবালয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সাথে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার ভিডিও কনফারেন্সে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে জানান, চলতি অর্থবছরে কেন্দ্রীয় করের ভাগ হিসেবে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশের তুলনায় অনেক কম। এতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২,৬৩৬ কোটি টাকা। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যে সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। তাই রাজ্যের ক্ষেত্রে এই আর্থিক ঘাটতি পূরণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তিনি কেন্দ্রীয় কর খাতে প্রাপ্তির ঘাটতি পূরণে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বৈঠকে আরও বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত এলাকা অর্থাৎ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার জন্য কোনও বিশেষ অর্থের সংস্থান ছিলো না। তিনি বলেন, ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত এলাকার উন্নয়নের গতি আনার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন আরও বেশি বেড়ে গেছে। তাই তিনি ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত এলাকার জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক মাসব্যাপী সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। সোমবার থেকে একমাস ব্যাপী জাতীয় সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা মূলক প্রচার কর্মসূচী শুরু হয়েছে। রাজধানীর রাধানগর মোটর স্ট্যান্ড থেকে একমাস ব্যাপী জাতীয় সড়ক সুরক্ষা সচেতনতামূলক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পরিবহনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

সোমবার সকালে রাধানগর মোটর স্ট্যান্ড এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে পরিবহন মন্ত্রী বলেন শুধুমাত্র সরকারিভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেই চলবে না।পথ চলা চল সম্পর্কে যানবাহনের চালকদের যেমন সচেতন হতে হবে ঠিক তেমনি রাস্তায় চলাচলকারী

জনগণকে সচেতন হতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে সচেতনতাই সবচেয়ে বড় উপায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। সচেতনতার অভাবে যান দুর্ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে বলে তিনি মনে করেন।জান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে একদিকে যেমন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক বছের ৩.৯ কোটিরও অধিক মূল্যের মাদক বাজেয়াপ্ত করল উপূসী আরপিএফ

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) ।। গত বছর ২০২০ সালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) কর্তৃক রেলওয়ে চত্বর থেকে নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের ঘটনা শনাক্ত করে ৩.৯ কোটিরও অধিক মূল্যের মাদক তথা নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া, নিষিদ্ধ সামগ্রী বহন করার অভিযোগে ২৩ জন ব্যক্তিকে আটক করে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ তাদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ১১ জানুয়ারি এমন একটি ঘটনায় বদরপুরের আরপিএফ পোস্টের হেড কনস্টেবল রানা দে, কনস্টেবল এইচআর সিং এবং কনস্টেবল অরুণকে নিয়ে গঠিত আরপিএফ-এর একটি দল ০২৫০১ নম্বর ডাউন আগরতলা-নিউদিল্লি স্পেশাল রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে তল্লাশি চালানোর সময় তেলিয়ামুড়া-আমবাসা সেকশনের মধ্যে ট্রেনটির বি/৭ নম্বর কামরা থেকে দাবিহীন দুটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে। ব্যাগ দুটির মধ্যে প্রায় ৯৯,০০০ টাকা মূল্যের প্রায় ১৬.৫ কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে। পরবর্তী সময়ে আমবাসা জিআরপি-র ওসির হাতে উদ্ধারকৃত গাঁজা তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘটনা সম্পর্কে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে পলাতক, নিঃস্ব / পাচারকারীর কবল থেকে বহু শিশু উদ্ধার করার ক্ষেত্রেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষা দিবস উদযাপনে ব্যর্থ এবিভিপির অসন্তোষ

কংগ্রেসের সাথে ঝামেলা, পুলিশের লাঠিচার্জ প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জানুয়ারি।। ককবরক ভাষা দিবস পালনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর কর্মীরা। তাঁদের প্রচারসজ্জা নষ্ট করা হয়েছে, এই অভিযোগকে ঘিরে কংগ্রেস এবং এবিভিপি সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। এতে এবিভিপি সমর্থকরা মার খেয়েছেন। এরই প্রতিবাদে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকরা।

আজ সোমবার ত্রিপুরা বনধ-কে ঘিরে পুলিশ প্রশাসন কংগ্রেসের পিকেটারদের গ্রেফতার করে খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া টাউন হল তথা চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানেই আজ এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে ককবরক ভাষা দিবস উদযাপনের সূচি নির্ধারিত ছিল। এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ, তাদের প্রচারসজ্জা সেখানে নষ্ট করা হয়েছে। এক সময় দুই সংগঠনের দ্বারা এমন উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়েছে। তাতে বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্ব সহ কিছু সংখ্যক সদস্য আহত হন।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে ককবরক দিবসের অনুষ্ঠান সূচির প্রচারসজ্জা নষ্ট করা এবং বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ সংগঠন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে আগুনে পুড়ল ১২টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। অমরপুরের রাঙ্গামাটি পান চৌমুহনীতে গতকাল গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ১২টি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।সংবাদ সূত্রে জানা যায় রাত ২ টা নাগাদ স্থানীয় লোকরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে যান।

খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় টানা দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। এর মধ্যেই বারোটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের ডাকে ১২ ঘণ্টার বনধে জনজীবন অনেকটাই স্বাভাবিক

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাসের উপর হামলার প্রতিবাদে আজ সোমবার রাজ্যে ১২ ঘণ্টার বনধ পালিত হচ্ছে। কিন্তু কর্মনাশা বনধকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করেননি বলেই মনে হচ্ছে। বনধ-এ জনজীবন অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের গাড়ি সকাল থেকেই যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে। আগরতলা থেকে সাব্রুম এবং ধর্মনগর সহ বিভিন্ন রুটে গাড়ি চলাচল করছে স্বাভাবিক ছন্দে। শুধু বেসরকারি যানবাহন রাস্তায় কম চলাচল করছে। বনধকে ঘিরে সারা ত্রিপুরায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। সকালে কংগ্রেস সমর্থকরা আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে পিকেটিং করেছেন। অন্যদিকে, বিজেপি-র বাইক বাহিনী বনধ-এ দোকানপাট খোলা রাখার জন্য সকলের মনে সাহস জুগিয়ে চলেছে।

রবিবার বিশালগড়ে দলীয় অফিসের সামনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস দুষ্কৃতীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ছুটে গিয়ে আক্রান্ত পীযূষবাবুর চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও টেলিফোনে পীযূষ বিশ্বাসের সাথে কথা বলে দুষ্কৃতীদের শিগগির গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু, দলীয় সভাপতির উপর আক্রমণের ঘটনায় প্রদেশ কংগ্রেস আজ সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধ-এর ডাক দিয়েছে। শাসক দল বিজেপি ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে ওই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে।

আজ সকাল থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে বনধ-এর মিশ্র প্রভাব দেখা গেছে। সকালে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের গাড়ি যথারীতি যাত্রী পরিষেবায় রাস্তায় নেমেছে। যাত্রী সংখ্যা আজ কিছুটা কম হতে পারে বলে অনুমান করা হলেও সরকারি সকল দফতরেই এদিন স্বাভাবিক কাজকর্ম হচ্ছে। অফিসে কর্মচারীদের উপস্থিতির হারও অন্যান্য দিনের সমতুল্য ছিল। মফসসলে জনজীবন অনেকটাই স্বাভাবিক। কারণ, হঠাৎ করে বনধ ডাকার দরুন অনেকে এ-বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

বন্ধ চলাকালে কংগ্রেসের পিকেটারদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

তবে, বনধকে ঘিরে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি। আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে সকালে প্রদেশ যুব কংগ্রেস টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ দেখিয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই শান্তিপূর্ণ রয়েছে পরিস্থিতি। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। সাথে হঠাৎ এই বনধ-এর বিরোধিতাও করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, সরকার এবং শাসক দল উভয়েই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর হামলার নিন্দা করেছে। তা সত্ত্বেও এই বনধ-এর কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য, জনগণ এই কর্মনাশা বনধকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হচ্ছে , রাজ্যপালের সাথে দেখা করে জানালেন বিরোধী পরিষদীয় দলের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বিরোধী পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল সোমবার রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখার দায়িত্ব সরকারের। কারো কিছু বলার থাকলে সরকারের দৃষ্টিতে নেবে। ৩৩-৩৪ মাসে রাজ্যে সিপিআইএম সচেতনভাবে সরকারকে টপকে গিয়ে জনগণের জন্য রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে হয়। রাজ্যপালের সাথে দেখা করে এসে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন।

তিনি বলেন, ৭ টি বিষয় তুলে ধরা হয় রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যের পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। তাই রাজ্যপালকে বলা হয়েছে তিনি কার্যকরি ভূমিকা নিতে। মানিক সরকার বলেন, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হচ্ছে। বিরোধীরা কর্মসূচি গ্রহণ করলে স্বাধীনভাবে করতে দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী কার্যালয় গুলি খুলতে দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী দলের বিধায়কদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে। বিধায়ক ভানু লাল সাহা এবং সুধন দাস একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার, নার্স, সাংবাদিক পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

পুলিশ কোনো নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে না। জন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে আর আছে কি? একনায়কতন্ত্র সরকার চলছে রাজ্যে। এ সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটা কি আপনার সরকার ? এতে আপনি সন্তুষ্ট ? এ ধরনের একদলীয় ব্যবস্থা বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। তাই রাজ্যপালকে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। এগুলো শোনার পর রাজ্যপাল রমেশ বৈশ আশ্বাস দিয়েছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে বসে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০১ ▫ ১৮ জানুয়ারি ২০২১ইং ▫ ৪ মাঘ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

টিকাকরণে সঙ্কীর্ণতা নয়

এই মুহূর্তে সারা ভারতে করোনার দাপট অনেক কম। হালফিল প্রবণতা বলিতেছেছে, সংক্রমণ এবং মৃত্যুর গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। অর্থাৎ ব্যাপারটা ব্রিটেনসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের থেকে আলাদা। ভারতের এই সাফল্য, কোনও সন্দেহ নাই, উন্নত বিশ্বকে অবাক করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ভারত যদি সম্ভাব্য 'সেকেন্ড ওয়েভ'টা রুখিয় দিতে সক্ষম হয় তবে শেষ হাসিটা দ্রুতই হাসিতে পারব আমরা। মনে রাখিতে হইবে, অনেকটাই অনুমান আর আশা। শুধু সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করিয়া কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। বিশেষত ভারতের মতো সুবিশাল দেশের পক্ষে এমন জুয়া খেলা কোনওভাবেই চলে না। বরং অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করাটাই বিবেচকের কাজ। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, গত দশ মাসে সারা ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটির বেশি। তাঁহাদের মধ্যে মারা গিয়েছেন নানা বয়সি সওয়া এক লক্ষ মানুষ। করোনার দাপটে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, জীবিকা ও সহায়-সম্পদ মিলিয়ে জীবনের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। তবু আমরা ভাঙিয়া পড়িনি। আমরা আমাদের মতো করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধু 'জয়'-এর প্রতি। বস্তুত বহু ক্ষতি স্বীকার এবং ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা সারা বিশ্বের কাছে একটা ঈর্ষণীয় জাগয়ায় ভারতকে টানিয়া তুলিয়াছি। এখান থেকে পিছনে ফেরিবার আর কোনও জায়গা থাকিতে পারে না। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন, গত দশ মাসের ছবির 'রিপ্লে' রুখে দেওয়া। অবিচল সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রাখিয়া ভারতে শুরু হইয়াছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ টিকাকরণ কর্মসূচি।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেষ হাসিটা হাসিতে হইলে সব নাগরিকের টিকাকরণ সরকারকে নিশ্চিত করিতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানাইয়াছেন, প্রথম দফায় ৩ কোটি করোনা-যোদ্ধাকে ভ্যাকসিন বা টিকা দেওয়া হইবে। প্রথম দিন সারা দেশে ১ লক্ষ ৯১ হাজার জন টিকা পাইয়াছেন। যথেষ্ট সুষ্ঠুভাবেই কর্মসূচিটা পরিচালিত হইয়াছে। ভারতীয়রা দেশে প্রস্তুত দু'টি ভ্যাকসিন পাইতেছেন।সুখবর যে, টিকা নেওয়ার পর কারও ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সমস্যা হয়নি। বরং পশ্চিমী দেশগুলিতে বিদেশি দামি ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এখনও পর্যন্ত ভারত তাহা এড়াইতে পারিয়াছে। স্বভাবতই খুশি ভারতবাসীরা। ভারতীয় ভ্যাকসিন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীও দেশবাসীকে সবরকমে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তাঁহির আর্জি, করোনা ভ্যাকসিন নিয়া গুজবে কেউ কান দেবেন না।

কিন্তু রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে আমরা বোধহয় এমন একটা ক্ষেত্রেও বেরিয়ে আসিতে পারলম না। এই ধরনের সংকীর্ণতা কোনোভাবেই কাম্য নয়।টিকাকরণ কর্মসূচি কে সার্বজনীন রূপ দেওয়াই শ্রেয়।

তৃণমূল এখন প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে : কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচনের হাওয়া লেগেছে রাজ্যজুড়ে। এই মাঝে পথে নামে বিজেপি। এই প্রথম একসঙ্গে শহরের রাজপথে মিছিল করে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মিছিল শেষে সভা করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সদ্য তৃণমূল ত্যাগী বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সপ্তাহের শুরুর দিনে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে মিছিল-মিটিংয়ে। একদিকে সোমবারই নন্দীগ্রামে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক তখনই খাস কলকাতায় তার পাল্টা সভা বিজেপির। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হবে রাসবিহারী মোড়ে।

রাসবিহারী মোড়ে মিছিল শেষে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, " বিজেপি পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। সোনার বাংলা তৈরি করার ডাক দিয়েছে। তৃণমূল এখন দল এখন প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। এই দলে এখন দেড়জন নেতা। বিহার থেকে একজন ঠিকাদার এজেন্সিকে নিয়ে এসেছে যাঁর বুদ্ধি ধার করতে হয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে তৃণমূলকে ছুড়ে ফেল দেব"। হিন্দুস্থান সমাচার /পায়েল

সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কাকদ্বীপে, ভস্মীভূত ২৫ টি ঝুপড়ি

কাকদ্বীপ, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : ফের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এবারের ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ। স্টেশন সংলগ্ন এলাকার একটি বস্তিতে আগুন লাগে। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে অন্তত ২৫ টি ঝুপড়ি। এখনও হতাহতের কোনও খবর নেই। মাথার উপর ছাদ হারিয়ে সহায়সম্বলহীন বহু মানুষ।

জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধে নাগাদ কাকদ্বীপ স্টেশন সংলগ্ন বস্তির একটি ঘরে রান্না চলাকালীন ঘটে দুর্ঘটনা। রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায়। সেখান থেকেই আগুন লেগে যায়।দাউদাউ করে তা নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।পরপর জ্বলতে থাকে ঝুপড়িগুলি। খবর পেয়ে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই ভস্মীভূত হয়ে যায় ঝুপড়ি। চোখের সামনে নিজেদের ছোট আশ্রয়স্থল পুড়তে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাসিন্দারা। পরবর্তীতে দমকলের ২টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কাকদ্বীপের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : "গত ১০ বছরের মধ্যে এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের আসন ছেড়ে নন্দীগ্রামে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে তিনি রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।"

সোমবার এই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সহকারী পর্যবেক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তিনি টুইটে এই মন্তব্য করে লেখেন, "১০ বছরে এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর থেকে নন্দীগ্রামে তাঁর প্রার্থীপদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এতেই তাঁর রাজনৈতিক আস্থাহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি কি মানুষকে জানাবেন যে কেন নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী কৃষকদের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম থাকা আইপিএস সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূলে নেওয়া হল?"

অমিতবাবু লিখেছেন, "গত লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার ৭৩ ওয়ার্ডে তৃণমূল ৪৯৬ ভোটে পিছিয়ে ছিল। এতেই বোঝা যাচ্ছে পিসি-র অন্যত্র যাওয়ার কারণ কী? মুখ্যমন্ত্রীই যদি জেতার ব্যাপারে নিশ্চিত না সন, তাঁর দল কী করবে?"

সোমবার নন্দীগ্রামের মানুষ ও সেখানকার জমি আন্দোলনের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামকে নিজের সবচেয়ে ভাগ্যের জায়গা বলে উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তকে 'বিবেকের ডাক' বলেও আজ উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, "ভবানীপুর বড় বোন আর নন্দীগ্রাম মেজো। দুটো জায়গাই আমার খুব প্রিয়।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

একটি অর্ধোন্মাদ রাষ্ট্রনায়কের বিদায় ও কিছু আশঙ্কা

বরুণ দাসগুপ্ত

ডোনাল্ট ট্রাম্প বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। দ্বিতীয়বারের জন্যও রাষ্ট্রপতি হতে চেয়েছিলেন। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুয়াযী একজন ব্যক্তি দু'বারের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না) নির্বাচনে দাঁড়িয়েওছিলেন। কিন্তু হেরে গেলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই হার স্বীকার করবেন না। অযৌক্তিক ভিত্তিহীন সব অভিযোগ তুলতে আরম্ভ করলেন। বললেন, অমুক অমুক রাজ্য তাঁকে জোর করে হারানোর জন্য নির্বাচনে রিগিং হয়েছে। সেসব অভিযোগ ধোপে চিকল না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন বেশি ভোটে পেয়ে (৩০৬-২৩২) জিতলেন।

কিন্তু ট্রাম্প ভোটের ফলাফল কিছুতেই মানবেন না। এবং এইভাবে থাকতে গিয়ে যা করলেন তা অকল্পনীয়। নিজের সমর্থক কিছু দুর্বৃত্ত বা 'লুম্পেন' লোকদের লাগিয়ে দিলেন প্যাপিটল হিলে জবরদস্তি ঢুকে পড়ে তাণ্ডব শুরু করতে। মনে রাখা দরকার, এই সব লুম্পেনদের ভোটেই তিনি চার বছর আগে নির্বাচনে জিতে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। শুরু হল তাণ্ডব। পুলিশের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হতে একটু দেরি হল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দাঙ্গাবাজদের পাঁচজন গুলিতে মরলেন। সারা দুনিয়াতে ঢি ঢি পড়ে গেল। সর্বস্তর থেকে এই তাণ্ডব ও তার উস্কানিদাতা ট্রাম্পে র নিন্দ শুরু হল। তিনজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি—জিমি কার্টার, বিল ক্লিন্টন ও বারাক ওবামা ধিক্কার দিলেন ট্রাম্পকে।

বিপদটা হল ট্রাম্প এখন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। এখন তাঁর হাতে অসীম ক্ষমতা। এমন কি পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের নির্দেশও একমাত্র তিনিই দিতে পারেন এবং দিলে তা সকলে মানতে বাধ্য। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনিই সর্বসময় কর্তা। মার্কিন সংসদের স্পিকার ন্যনসি পেলোসি দাবি করেছেন যে ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক। অর্থাৎ তিনি বদ্ধ উন্মাদ কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। ভাবা হচ্ছে, ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখাটা আদৌ নিরাপদ কিনা। তাঁকে অবিলম্বে সরানোর জন্য তাঁকে 'ইমপিচ' করা যায় কিনা বা মার্কিন সংবিধানের ২৫ তম সংশোধন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা, এই সব বিভিন্ন বিকল্প ভাবা হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রাম্প এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, এমনকি বিশ্বের পক্ষেও বিপজ্জনক বলে মনে করছেন মার্কিনীরাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিক সংস্থাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী। কোনও হঠকারী বা স্বৈরাচারী মনোভাবাবন্ন প্রেসিডেন্টের পক্ষেও তাঁদেরকে নিজের খেয়াল খুশি মতো চালানো সম্ভব নয়। সেখানকার গণমাধ্যমগুলিও স্বাধীন। ট্রাম্পের পুরো চার বছরের শাসনকালে গণমাধ্যমগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায় বা সাপে-নেউলে। তিনি সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে গালাগাল দিতেন, যা তা বলতেন। নিত্য অপমান করতেন। সাংবাদিকরাও তাঁকে সেই ভাষাতেই জবাব দিতেন। তাঁর সহকারীদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যাঁদের তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করতেন, তাঁদের তিনি গৃহভৃত্যের মতো যখন তখন ছাঁটাই করতেন, নতুন লোক নিয়োগ করতেন। অনেকে তাঁর অপমান সহ্য করতেন না পেরে নিজেরাই পদত্যাগ করে চলে গেছেন। এই রকম একটি উন্মাদ লোকের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়। ট্রাম্প মার্কিন সংসদকেও নিজের ইচ্ছাধীন করতে পারেননি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সংসদের খটাখটি লেকেছে মাঝে মাঝেই। এমনকি তাঁর নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির অনেকেও তাঁকে পছন্দ করতেন না আদৌ। এখানে বলে রাখি, আপাদমস্তক খামখেয়ালী ট্রাম্প কতবার পার্টি বদলেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। কখনও ডেমোক্র্যাটি, কখনও রিপাবলিকান। আবার ডেমোক্র্যাটি আবার রিপাবলিকান। এখন তিনি রিপাবলিকান পার্টির সদস্য।

তুলনায় ভারতবর্ষের মতো এশিয়া, আফ্রিকার যেসব দেশ দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছে, তাদের মধ্যে সরকার মাই বাপ মনোভাবটা এখনও প্রবল ও প্রকট। ওপর থেকে কোনও হুকুম এলে যন্ত্রের মতো তা পালন করার মনোবৃত্তি এদের মজ্জাগত। সেজন্যই এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। সেনাবাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা দখল, সেই হয়েছে। আমাদের পাশের দেশ মায়নমারে ১৯৬২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত একটানা সামরিক শাসন চলেছে। এই সব দেশে আমরা বা ব্যুরোক্র্যাটরা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের হুকুম--- এমনতি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক হুকুমও---বিনা প্রতিবাদে তালিম করেছেন। হর্ষ মন্দারের মতো স্বাধীনচেতা আমলা আমাদের দেশে বা ক'জনই বা আছেন?

বিপদটা এইখানে। আমাদের দেশের সংবিধানেও 'চেকইস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস'-এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা নামেই আছে, কার্যত নেই। একটা উৎকট উদাহরণ দিই। ইন্দিরা গান্ধির ১৯৭৫ সালে ঘোষিত 'জাতীয় জরুরি অবস্থা। সবাই বিনা প্রতিবাদে গণতন্ত্রের এই হত্যাকাণ্ডকে মেনে নিয়েছিলেন, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। জরুরি অবস্থাকালীন ধৃত এক ব্যক্তির পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে হেরিয়াস কর্পাস-এর একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন নীরেন দে আর প্রধান বিচারপতি ছিলেন এ এন রায়। হেবিয়াস কর্পার্সের আবেদনটি উঠতে অ্যাটর্নি জেনারেল নীরেল দে সুপ্রিম কোর্টকে বললেন, জরুরি অবস্থার সময় কোনও মৌলিক অধিকার বলবৎ থাকে না। অতএব এই আবেদন গ্রহণ করার বা শোনার কোনও এক্রিয়ারই সুপ্রিম কোর্টের নেই। এবং কিমাশ্চর্যম, সুপ্রিম কোর্ট সরকার পক্ষের এই যুক্তি মেনে নিল এবং হেরিয়াস কর্পাসের আবেদনটি খারিজ করে দিল। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের কোনও মৌলিক অধিকারই থাকে না। যেটা থাকে তা হল সরকারের নিরঙ্কুশ অধিকার। যা খুশি করার। আজও যদি অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কোনও রাষ্ট্রনীয়ক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেবার সাহস পাবে কিনা, সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন। আজকেই বা দেশে মৌলিক অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকার কতটা আছে? একটা টিকা খর দিই। গো-এয়ার নামে একটি বিমান সংস্থার মিকি মাইক নামে একজন পাইলটকে সোজাসুজি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কেন? তাঁর অপরাধ তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য ট্যুইট করেছিলেন। একটা গণতান্ত্রিক দেশে একজন নাগরিকের অধিকার থাকবে না, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার ? করলে তার চকরি যাবে? কোন দেশে বাস করছি আমরা? সাসক দল আর দেশ সমার্থক? প্রধান আর শেষ সমার্থক? শাসক দল বা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা মানে দেশদ্রোহিতা? কাজেই ভবিষ্যতে এমন দিন যদি আসে যে রাষ্ট্রপ্রধান বললেন, নির্বাচন করা মানে অহেতুক খরচা আর কাজ পণ্ড হওয়া, কাজেই এখন আর নির্বাচন কারার দরকার নেই। পরে যখন দরকার হবে তখন দেখা যাবে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। এবং সবাই সেটা মেনে নেবে। কারণ, আমাদের মনে গেড়ে বসে থাকা ৎপনিবেশিক লিগ্যাসি—সরকার মাই বাপ। দ্য কিং ক্যান ডু নো রং। এবং এই মানসিকতাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতার মনে ডিক্টের হওয়ার বাসনাকে উস্কে দেয়। সেভাবে আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যেহেতু মাত্র ৭৩ বছরের এবং গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা যেহেতু এই দেশে এখনও বালো করে শেকড় গেড়ে বসতে পারেনি, অতএব কোনও ভারতীয় লুই বোনাপার্তের উদ্ভব এবং তার দ্বারা ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই রকম কোনও অগণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি হবে না ফার্স বা প্রহসন হবে, তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

ইংল্যান্ড বা আমেরিকার তুলনায় আমাদের সাংবিধানিক সংস্থাগুলি অনেক দুর্বল। প্রশাসন বা একজিকিউটিভের স্বেচ্ছাসেবককে তাঁরা সজেই মেনে নেয়। নাহলে সরকারি প্রধানের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন যেখানে দু'টি রাজ্যের নির্বাচন একই সঙ্গে হওয়ার কথা, সেখানে একটি রাজ্যের নির্বাচন কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দেয়, যাতে প্রধানমন্ত্রী সেই রাজ্যের প্রচারের জন্য এখটু বেশি সময় পান? বা নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করার একাধিক অভিযোগ পেয়েও নির্বাচন কমিশন শাসক দলের কর্তাব্যক্তিদের মাফ করে দেন এই বলে যে তাঁরা যা করেছেন বা বলেছেন তাতে আচরণবিধি ভঙ্গ করা হয়নি? এর বিরুদ্ধে কমিশনেরই কোনও সদস্যের লিখিত আপত্তিকে শুধু অগ্রাহ্য করেন, না তাঁর আপত্তিকে লিপিবদ্ধ পর্যন্ত করা হয় না।

নির্বাচনে হেরে যাবার সম্ভাবনা থাকলে নির্বাচনে হেরে যাবার সম্ভাবনা থাকলে নির্বাচন না করে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার মতো ঘটনা এখনও ঘটেনি। কিন্তু ঘটেনি বলে আগামী দিনেও ঘটবে না, এটা ভেবে নেওয়া বা ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না। যদি নাগরিক সমাজের মধ্যে চলে চলুক মনোভাব পেয়ে বসে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হলেও লোকে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ না করে তাহলে গণতন্ত্রে যায়গায় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে। আজকে তিনটি কৃষি আইনকে বাতিল করার জন্য কৃষকদের দাবিকে যেভাবে অগ্রাহ্য করা হল, তারপর আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর সরকারি দমনমূলক ব্যবস্থা নেমে আসবে বলে ধার নেওয়া যায়। সরকারি মানসিকতা আদৌ গণতান্ত্রিক নয়, স্বৈরতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক হলে ব্যাপক প্রতিবাদের সামনে কৃষকদের দাবি মেনে নিয়ে আইনগুলি প্রত্যাহার করাটাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু যাঁদের কাছে এই সরকারের টিকি বাঁধা আছে, তাঁদের চটিয়ে এই সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়াবে, এটা আশা করাটাই বোকামি। অতএব কৃষি আইন বাতিল হবে না। গণতান্ত্রিক কাঠামোকে না ভেঙেও কী করে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে দেওয়া যায় তা ইন্দিরা গান্ধি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর কেউ যে কখনও সেই রাস্তায় হাঁটবেন না, তা কে বলতে পারে? ইন্দিরা গান্ধি যদি ১৯৭৭ সালের শুরুতে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত না নিতেন, তাহলে আরও অনেক দিন রাজত্ব করে যেতে পারতেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটাকে বজায় রেখেই সর্বময় ক্ষমতা দখল করেন, তাহলে তিনি নির্বাচন ডাকার মতো ভুল করবেন না বলেই মনে হয়। বা এমনই হতে পারে যে নির্বাচন হল কিন্তু আপনি আপনার ভোটটা দিতে পারলেন না, আর কেউ দিয়ে দিল। এই অভিজ্ঞতা তো কয়েক বছর আগে আমারা পশ্চিমবাংলাতেই দেখেছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধাক্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামলে নিয়েছে কারণ তাদের কোনও ঔপনিবেশিক লিগ্যাসি ছিল না। কিন্তু আমাদের তো সেই লিগ্যাসি আছে। আমরা ছো-পোষা মানু,রা সরকারি হুকুম মানতেই অভ্যস্ত, অমান্য করতে নয়। সে এক সময় হয়েছিল বটে, যখন গান্ধিজির নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনতার জন্য লড়ছিল। কিন্তু এখন তো আর স্বাধীনতার লড়াই নেই। শুধু শুধু সরকার বিরোধিতা করে ঝামেলায় না যাওয়াই তো ভালো। কোভিড উৎরে উঠলাম। এখন অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা আবার বাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবার পথে এগাবো, এইটে ধরে নেওয়াটাই তো ভালো। তবুও একটা আশঙ্কা জাগে। একজন নির্বাচনে পরজিত এবং বিদায়ী রাষ্ট্রনায়ক যদি জোর করে ক্ষমতায় থাকর জন্য তাঁর সমর্থকদের দিয়ে রাষ্ট্রে ওপরে এই রকম হিংস্র আক্রমণ চালাতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে ভারতেও যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে, যদি কোনও প্রতাপশালী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনে হেরে গিয়েও তাঁর সংগঠিত সমর্থকদের দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থেকে যেতে চান, ভারত রাষ্ট্র সেই ধাক্কাটা সামলাতে পারবে তো? **সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

শিক্ষাণের জানলা- বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টাল

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের শিক্ষা ক্যালেন্ডারেফেব্রুয়ারি, মার্চ দশম, একাদশ, দ্বাদশের বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষার মরশুম। তারপরে শুরু উচ্চশিক্ষা-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি প্রবেশিকা পরীক্ষা। তবে আগে যেমন বছরে একবারই ছিল, এখন একাধিকবার এসব পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। লিখিত, মৌখিক পরীক্ষার সাফল্য অর্জন করে উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপে গৌছনোর পর অনেক শিক্ষার্থী যে প্রশ্নের মুখ হনুমান দুই চার বছর সাধ্যের মধ্যে ফারাক যে অনেক-অনেক। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার তো কম নয়। আমাদের দেশেই উচ্চশিক্ষার খরচ বেশি একথা ভাবলে, ভুল হবে, পৃথিবীর সব দেশেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং আর্থিকভাবে সহজলভ্য নয়। আর এজন্য প্রায় সব দেশেই উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা- ঋণের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে শিক্ষাণের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে বিভিন্ন ব্যাক্ষের শিক্ষাণ। আমাদের আজকের আলোচনা এই. শিক্ষার বিষয়ে। প্রথমে আর্থিকভাবে মেধাবী পড়ুয়ার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি ঋণ প্রকল্পের প্রাথমিক অভিমুখ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়াদের যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, সেজন্য শিক্ষঋণে সুদে ভর্তুকির মতো বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা প্রদান স্কিম।

সিএসআইএফ কেন্দ্রীয় সরকারের ''সেন্ট্রাল সেক্টর ইন্টারেস্ট সাবসিডি স্কিম'' (সিএসআইএফ) একেবারে হালের প্রকল্প তা নয়, অনেক পুরনো। সময়ে সময়ে রদবদল হয়েছে। পেশাদারি, কারিগরির মতো উচ্চশিক্ষা এই শিক্ষাঙ্গণ ভর্তুকি প্রকল্প।

কারা ঋণের সুযোগ পাবেন : ঋণ নিতে আগ্রহী পড়ুয়াদের (পরিবারের) বার্ষিক আয় ৪.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে, তার বেশি হলে হবে না। সলাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য রকি প্রত মলের সুবিধা একবারই পাওয়া শাক বা জাতকোনরের ইতেটেড কোর্সে ঋণের

সুবিধা মেলে। সরকার স্বীকৃত 'ন্যাক' এনবিএ ইত্যাদি সংস্থার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের পাঠযক্রমেই এই ভর্তুকির সুবিধা। দেশের মধ্যে পড়াশোনার জন্যই ঋণে ভর্তুকি, বিদেশে পড়বার জন্য এই সুবিধা পাওয়া যায় না। মাঝপথে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হলে খণে ভর্তুকি মেলে না। তবে শারীরিক অসুস্থতায় বিঘ্ন ঘটলে এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। এই সুবিধা নেবার জন্য পরিবারের আয় সব সূত্র থেকে বছরে ৪-৫ লক্ষ টাকারবেশি নয় এই মর্মে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেওয়া আয়ের এই শংসাপত্র থাকতেই হবে। কোন পরিবারের একাধিক পড়ুয়া থাকলে সবাই এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে।

ভর্তুকি কি এবং কত : এই প্রকল্পে ঋণ নিলে সুদের উপর ভর্তুকি দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠেত্ত ভর্তুকি কি এবং তার পরিমাণ কত? বাজার চলতি শিক্ষাণে স্কিমে সাধারণভাবে শিক্ষাথণ নিলে যে কোর্সে পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে সেই কোর্সের মেয়াদকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঋাণের ওপর সুদর প্রদান করতে হয় না। আর শুধু তাই নয়, কোর্স শেষ হবার পর পড়ুয়ার চাকরি বা আয়ের সংস্থানের জন্য আরো কিছুদিন সময় (সাধারণত ১ বছর) দেওয়া হয়। কোর্স শেষ হওয়া এবং তারপরে আরো কিছুদিন ঋণ শোধ না করার যে সুবিধা দেওয়া হয় তাকে বলে সুদ স্থগিতকাল বা মোরেটোরিয়াম পিরিয়ড। এই মোরেটোরিয়াম পিরিয়ডে ঋণের ওপর যে সুদ জমতে থাকে, কোর্স শেষে পড়ুয়াকে পরিশোধ করতে হয়। তবে কেউ ইচ্ছে করলে মোরেটোরিয়ামের সুযোগ না নিয়ে মাসে মাসে ঋণের ওপর সুদ মিটিয়ে দিতে পারে।

ঋণের পরিমাণ ও ভর্তুকি : এই প্রকল্পে কত ঋণ নেওয়া যাবে তা বলা নেই। প্রকল্পটি মূলত সুদে ভর্তুকি, এজন্য সর্বোচ্চ কত পরিমাণে ঋণে ভর্তুকি পাওয়া যাবে তা বলা আছে। ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋাণের সুদে ভর্তুকি পাওয়া যায়। ঋণের পরিমাণ এর বেশি হলে তার উপরে হলে বাড়িতে ঋণের সুদে কোনো ভর্তুকি পাওয়া যায় না।

সুদের হার ঃ ঋণ প্রসঙ্গ আসলেই আসে সুদের কথা। একজন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, **শিক্ষাঋণে সুদ কত:** এই প্র

ত্রিপুরা নেট, স্লেট পিএইচডি ফোরাম শিক্ষক অধিকর্তাকে ডেপুটেশান দিয়েছে সোমবার। ছবি- নিজস্ব।

নয়া কৃষি আইনে কৃষকদের আয় এবং জীবনের মান উন্নত হবে : তোমর

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন কৃষি আইনের পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। এই কৃষি আইনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংস্কার হবে তার ওপর আলোকপাত করে তিনি দাবি করেছেন এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় এবং জীবনের মান উন্নত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহসিকতার সঙ্গে নতুন কৃষি আইন তৈরি করেছিলেন। সোমবার রাজধানী দিল্লিতে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবথেকে বড় ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। যখনই দেশের ওপর কোনো সংকট নেমে এসেছে তখন গ্রামীণ কৃষক এবং পারম্পরিক অর্থব্যবস্থা নিজের শক্তি দেখিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। করোনা প্রতিষেধক তৈরি করার জন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দের কুর্নিশ জানান কৃষিমন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রী আরো বলেছেন, দেশের সার্বিক বিকাশের পাশাপাশি বিশ্বমাঝে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হতে পারে সেই জন্য সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে। বড় কৃষক এবং ছোট কৃষকদের সমস্যাটা আলাদা। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ছোট কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, ভর্তুকি, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, প্রযুক্তি, বাজারের সঙ্গে সংযোগের একাধিক সহায়তা করতে উদগ্রীব। কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কৃষি বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা অনেক মন্থন করে গিয়েছেন। স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশের পাশাপাশি অনেক পরামর্শ করে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের দরকার মনে করা হয়েছে।

ট্রাক্টর মিছিল নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : দিল্লির বিজ্ঞানভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসা সত্বেও রফাসূত্র বেরিয়ে না আসার জেরে ২৬ জানুয়ারি দিল্লির বুকে ট্রাক্টর মিছিলের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির। এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে বেশ কয়েকদিন ধরেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিলে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। দিল্লি তে কে আসবে এবং যাবে তা নির্ধারণ করবে পুলিশ বলে জানায় আদালত। কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ট্রাক্টর মিছিলের ওপর কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করবে না আদালত।

প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ অ্যাটর্নি জেনারেলকে জানায় সরকার কেন চাইছে আদালতের থেকে নির্দেশ নিতে। সরকারের উচিত নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করা। সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার পুলিশের রয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২০ জানুয়ারি। আদালতে দায়ের করে নিজেদের পিটিশনে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় বিরোধ প্রদর্শন করে গোটা বিশ্বের সামনে দেশকে অপমানিত করার অধিকার দেওয়া উচিত নয়। সেদিন সমস্ত ধরনের বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়ে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দায়ের করে কেন্দ্র। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

নবান্নে বসবেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীই : চ্যালেঞ্জ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে রাজ্য জুড়ে। দোরগোড়ায় একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের যত দিন এগিয়ে আসছে ততই বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। সপ্তাহের শুরুর দিনেই সরগরম বিজেপি তৃণমূলের সভা মিছিলে। একদিকে সোমবার নন্দীগ্রাম থেকে আসন্ন নির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হওয়ার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আর ঠিক তারপরেই টালিগঞ্জ থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত মিছিল করে রাজবিহারীর সভা থেকে "নবান্নে বসবেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীই" ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এদিন নন্দীগ্রামে সভা করেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামের সেই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, "এবারে নন্দীগ্রামে এমন কাউকে প্রার্থী করব ভাবছি, যে আপনাদের কাছে পড়ে থেকে আপনাদের কাজ করবে। ভাল কাউকেই প্রার্থী করব। ভাবছিলাম, আমি নিজেই যদি দাঁড়ায় তাহলে কেমন হয়? আমি আমার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে বলব নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হিসেবে যেন আমার নামটা রাখা হয়। আমি নন্দীগ্রামের মানুষের মধ্যে থেকে আপনাদের জন্য কাজ করতে চাই। ভবানীপুরের মানুষকেও আমি কষ্ট দেব না, ম্যানেজ করতে পারলে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই জায়গা থেকেই আমি দাঁড়াব। নন্দীগ্রামে আমি দাঁড়াবই"।

অন্যদিকে এদিন টালিগঞ্জ থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত মিছিল করেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

মিছিল শেষে রাসবিহারীতে সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে দিলীপ ঘোষ সুর চড়ান, " এবার সরকার গড়বে বিজেপি। গঙ্গার ওপারে আর ঘাসফুল ফুটবেনা। হার বুঝেই সেফ সিট খুঁজছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভবানীপুরের হার বুঝেই নন্দীগ্রামে প্রার্থী। কত ভোটে হারাতে হবে বলে দিন তো তো বটেই আমরা হারাবই। মোদি আসার আগেই তৃণমূলের নৌকার টলমল।আজ শুধু ডেমো দিলাম। সবাই মিলে লড়বো সোনার বাংলা গর্ব। এবার বাংলায় ২০০ পার। আগামী নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী কে নবান্নের চেয়ারে দেখে নেবেন। আমাদের কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করার দরকার নেই। জেনে রাখুন, ২৩ মে নবান্নে বসবেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীই। লোকে আমাকে দুর্মুখ বলেন। শুধু মুখ কেন, প্রয়োজনে আমি হাতও চালাতে পারি"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

ডিমা হাসাও জিনামভ্যালির সুস্বাদু কমলা রফতানি হয় মধ্যপ্রাচ্যে

হাফলং (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা একটি পরিচিত নাম। কারণ এই জাটিঙ্গা পরিযায়ী পাখি আর কমলার জন্য বিখ্যাত। এক সময় প্রচুর কমলা চাষ হত জাটিঙ্গায়। সেই কমলা জাটিঙ্গা থেকে দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রফতানি করা হত।

১৯৯৬ সালে ব্যাপক ভূমিধসের কবলে পড়ার ফলে জাটিঙ্গার মাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটার দরুন এখন আর তেমন কমলা জাটিঙ্গায় উৎপাদন হয় না। তবে এখন ডিমা হাসাও জেলার জিনাম ভ্যালির বালাধনে প্রচুর কমলা উৎপাদিত হয়। জিনাম ভ্যালি ডিমা হাসাও জেলার মাহুর থানার অধীনে হলেও জিনাম ভ্যালি যেতে হলে পাড়ি দিতে হয় অনেকটা পথ। কেননা মাহুর থেকে জিনাম ভ্যালিতে যাওয়ার তেমন রাস্তা নেই। তাই জিনাম ভ্যালি যেতে হলে হাফলং থেকে প্রথমে শিলচর, তার পর শিলচর থেকে হরিনগর হয়ে যেতে হয় জিনাম ভ্যালিতে। তাই ওই এলাকার মানুষের ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলঙের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই।

হাফলং শহর দেখতে কেমন, জিনাম ভ্যালির অনেকেই জানেন না। এমন-কি জিনাম ভ্যালি ডিমা হাসাও জেলার অংশ হলেও অনেকেই এই পাহাড়ি জেলার বিধায়ক সাংসদ জেলাশাসকের নাম পর্যন্ত জানেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার দরুন জিনাম ভ্যালির মানুষ কাছাড় জেলার ওপরই বেশি নির্ভরশীল। কারণ জিনাম ভ্যালি থেকে শিলচরের দূরত্ব কম হওয়ায় সাধারণ কাজ বা চিকিৎসার জন্য জিনাম ভ্যালির মানুষ শিলচর যেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। জিনাম ভ্যালি এখন দেশ বিদেশের কাছে হয়ে উঠেছে কমলার জন্য বিখ্যাত।

জিনাম ভ্যালির বালাধনে উৎপাদিত কমলা অনেক রসালো এবং সুস্বাদুও। কিন্তু ডিমা হাসাও জেলায় এই কমলা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বালাধনে প্রতি বছর ২০০ মেট্রিকটনের বেশি কমলা উৎপাদিত হয়। এই কমলা এখন জিনাম ভ্যালি থেকে করিমগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশ, তার পর সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রফতানি করা হয় বলে জানিয়েছেন বালাধন গ্রামের বাসিন্দারা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর জিনাম ভ্যালির বালাধন কমলার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সবার কাছে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দাবি সংবলিত স্মারকপত্র করিমগঞ্জ বরাকবঙ্গের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারা রূপায়ণে বরাক উপত্যকার জনগণের মতামত নেওয়ার দাবি জানাল বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আশ্বাস অনুসারে রাজ্যের বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশি তকমায় হেনস্তা বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছে বরাকবঙ্গ।

সোমবার সারা বরাক উপত্যকার সঙ্গে করিমগঞ্জ শহর আঞ্চলিক সমিতির পক্ষ থেকে এখানকার জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পেশ করতে গিয়ে সে-সব দাবি জানানো হয়েছে। বঙ্গসাহিত্যের করিমগঞ্জ শহর সমিতির কর্মকর্তা এবং সদস্যদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিল জেলাশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছার পর জেলাশাসকের অনুপসিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক পিকে গুপ্তের কাছে পেশ করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকপত্র। অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকপত্র পেশ করেন বঙ্গসাহিত্যের করিমগঞ্জ শহর সমিতির সভাপতি সৌমিত্র পাল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সব্যসাচী রায়, জেলা সমিতির উপ-সভাপতি সুবীরবরণ রায়, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক মাশুক আহমদ, শহর সমিতির সম্পাদক নীলজকান্তি দাস, সহ-সম্পাদক অরূপ রায় প্রমুখ।

সরকারি দফতরে নিযুক্তির ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে এখানকার ছেলেমেয়েদের চাকরি নিশ্চিত করতে দাবি পেশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আসাম সরকারি ভাষা সংশোধন বিধি (১৯৬১) অনুযায়ী বরাক উপত্যকার অভ্যন্তরে সমস্ত সরকারি কাজে বাংলাভাষার প্রয়োগ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করা সহ সে প্রসঙ্গে ২০১৫-এর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জোড়া নোটিফিকেশন কার্যকর করার আর্জিও জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে। "ডি" ভোটার প্রশ্নে নির্বিচারে নোটিশ জারি, সমন ইত্যাদি না পাঠিয়ে একতরফা ট্রাইবুনালের রায় প্রদান, নাগরিকত্বের সমর্থনে পর্যাপ্ত গ্রহণযোগ্য নথি থাকা সত্ত্বেও সে-সব এড়িয়ে গিয়ে বিদেশি বলে ঘোষণার সিদ্ধান্তে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে চন্দ্রধর দাসের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জির তালিকা প্রকাশ করার পর তালিকা বহির্ভূতরা আবেদন জানানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রাষ্ট্রহীন নাগরিক হয়ে পড়ার আশঙ্কায় ভুগতে থাকার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বাবসায় অসমের বহুভাষিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার দাবি জানিয়েছে বরাকবঙ্গ। বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, বহু নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীতে ভরপুর রাজ্যের বৈচিত্র্য রক্ষায় দেওয়া হয়েছে জোর। অসমের দ্বিতীয় বৃহৎ ভাষিক জনগোষ্ঠী বাঙালি। সঙ্গত কারণে বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করেছে বঙ্গসাহিত্য। করিমগঞ্জে এদিনের কার্যসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শহর সমিতির বিদায়ী সভাপতি সুলেখা দত্তচৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি অরবিন্দ পাল, শহর সমিতির দুই উপ-সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য ও নন্দকিশোর বণিক, নিরোজিৎ দাস, সাহিত্য সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী, সংস্কৃতি সম্পাদক ঝুমা দাস, গোবিন্দ দত্ত, সত্যজিৎ দাস, জেলা সম্পাদক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দিলীপ শুভেন্দুর উপস্থিতিতে শুরু হলো টালিগঞ্জ থেকে বিজেপির মিছিল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সপ্তাহের শুরুতেই পথে বিজেপি। এই প্রথম দিলীপ ঘোষ শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে খাস কলকাতায় পথে বিজেপি। দিলীপ শুভেন্দুর উপস্থিতিতে টালিগঞ্জ থেকে শুরু বিজেপির মিছিল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। সোমবারই নন্দীগ্রামে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক তখনই খাস কলকাতায় তার পাল্টা সভা বিজেপির। ইতিমধ্যেই টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে শুরু হয়েছে মিছিল। ফুল বেলুন সাজানো হুড খোলা গাড়িতে করে এগিয়ে চলেছে শুভেন্দু বিজেপির মিছিল। বিজেপির মিছিলের সামনে পিছনে কাতারে কাতারে ভিড় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। ফুল ছড়িয়ে স্লোগানে পতাকায় এগিয়ে চলেছে মিছিল। শুভেন্দু দিলিপের এই পদযাত্রা শেষ হবে রাসবিহারী মোড়ে। একটি গাড়িতে রয়েছেন দিলীপ ঘোষ , শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা। অন্য গাড়িতে রয়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব।

মানুষ যেন ফেক নিউজে আস্থা না রাখেন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : নন্দীগ্রামের মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, বেসরকারি নানা চ্যানেলের সমীক্ষার রিপোর্ট কার্যত উল্টে দিয়ে মানুষের কাছে ভুল তথ্য তুলে ধরছে বিজেপি। ভয় দেখিয়ে আসল রিপোর্ট উল্টে প্রকাশ করছে তাঁরা। মানুষ যেন এই সব ফেক নিউজে আস্থা না রাখেন।

এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দিল্লির বিজেপি নেতারা সংবাদমাধ্যমকে চাপ দিয়ে নির্বাচনী সমীক্ষার ফলাফলও বদলে দিচ্ছেন। আসলে এভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি এতটা মরিয়া হয়ে গিয়েছে যে সংবাদমাধ্যমকে চাপ দিয়ে নির্বাচনী সমীক্ষার ফলাফল বদলে দিচ্ছে বলেও আজ অভিযোগ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

কেন্দ্রের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বলেন, আমি বেঁচে থাকতে বিজেপিকে বাংলা বেচতে দেব না। আগে তো তোমরা সুকাশ গিরিকেও হারাও। তারপর তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখবে।'

বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে বলে মানুষের মনে ধারণা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। যদিও তাতে আখেরে কোনও লাভ হবে না। তোমরা দেশের ক্ষমতায় বসতে পারে। বিশ্বের নেতা হতে পার। কিন্তু, এই বাংলায় জিততে পারবে না।'হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাফালের গর্জনে মুখরিত হবে রাজধানীর আকাশ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজধানী দিল্লির রাজপথে গণতন্ত্র দিবসের দিন বর্ণাঢ্য সামরিক কুচকাওয়াজ এবং সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে দিল্লির আকাশে উড়তে দেখা যাবে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফাল। সোমবার দিল্লিতে এক সাক্ষাৎকারে এই কথা জানিয়েছেন বায়ুসেনার মুখপাত্র উইং কমান্ডার ইন্দ্রনীল নন্দী। তিনি আরো বলেছেন, ৪২টি বিমান ফ্লাই পাস্ট অংশগ্রহণ করবে। এরমধ্যে ১৫ যুদ্ধবিমান, পাঁচটি সামরিক পণ্যবাহী বিমান, একটি পুরনো যুদ্ধবিমান। সেদিন দিল্লির আকাশপথে গর্জন করে উড়ে যাবে রাফাল যুদ্ধবিমান। এর পাশাপাশি ভারতীয় বায়ুসেনা এবং ভারতীয় স্থল সেনার হেলিকপ্টারও আকাশপথে উড়ে যাবে। কি ধরনের ফরমেশনে এবারের যুদ্ধবিমান এবং হেলিকপ্টারগুলি উড়বে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইন্দ্রনীল নন্দী জানিয়েছেন, যে ফরমেশন বা ধরনের উড়বে সেগুলি হল রুদ্র, সুদর্শন, রক্ষক, একলব্য এবং ব্রহ্মাস্ত্র। রুদ্র ফরমেশনে একটি ডাকোটা এবং দুটি এম আই ১৭ হেলিকপ্টার অংশগ্রহণ করবে অন্যদিকে সুদর্শন ফরমেশনে দুটি চিনুক এবং দুইটি এমআই ১৭ হেলিকপ্টার যোগ দেবে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সারা দেশের সাথে শিলচরেও বামপন্থী মহিলা সংগঠনের বিক্ষোভ

শিলচর (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সারা দেশের সাথে শিলচরেও বামপন্থী মহিলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে বক্তব্য পেশ করেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দুলালী গাঙ্গুলি, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আরাধনা মিত্র, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির আতরজান বেগম, নারীমুক্তি সংস্থার প্রজ্ঞা অন্বেষা, আসাম প্রগ্রেসিভ ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর রীতা মজুমদার, চা জনজাতি মহিলা উন্নয়ন পরিষদের গীতা পাণ্ডে, স্বাগতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দিল্লির কৃষক আন্দোলন নয়া ইতিহাস রচনা করেছে। দেশের কৃষি ক্ষেত্রকে আম্বানি-আদানির হাতে তুলে দিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সর্বনাশা কৃষি আইন প্রণয়ন করেছে। নয়া কৃষি আইন কর্পোরেটদের স্বার্থে তৈরি করে কৃষকদের সর্বনাশ করার চক্রান্ত দেশের কৃষকরা বুঝতে পেরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনে যোগদানকারী পঞ্চাশজনের বেশি কৃষক ইতিমধ্যে দিল্লির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সারা দেশে ছাত্র-যুব-মহিলারা পথে নেমেছেন। কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে দিল্লির রাজপথে প্রচুর মহিলা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

শিলচরে বামপন্থী মহিলাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আগামীতেও দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

২০২৫ সালের মধ্যেই পথ দুর্ঘটনা ৫০ শতাংশ কমিয়ে ফেলা হবে : নীতিন গডকরি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : পথ দুর্ঘটনায় এবং সেই সংক্রান্ত মৃত্যু ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনাই লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের। সোমবার রাজধানী দিল্লিতে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি এ কথা জানান। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় পথ নিরাপত্তা মাসের শুভ সূচনা করে তিনি জানান, ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ৬ থেকে ৭ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হবে পথ দুর্ঘটনায়। তাই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে পথদুর্ঘটনায় এবং সেই সংক্রান্ত মৃত্যু ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে। এর জন্য জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন।

এদিনের সভায় নিজের মন্ত্রকের সাফল্যের কথা তুলে ধরে নীতিন গডকরি জানিয়েছেন, প্রত্যেকদিন ৩০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করার যে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল তা পূরণ করা গিয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষের দিকে দৈনিক ৪০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি কে সিং, নীতি আয়োগ এর সিইও অমিতাভ কান্ত। জনগণের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে আগামী এক মাস ধরে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

বিহার বিধান পরিষদের উপ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন শাহনাওয়াজ হুসেন

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উপস্থিতিতে বিধান পরিষদ উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন, বিকাশশীল ইনসান পার্টির নেতা মুকেশ সাহানি। এই দুই জনই রাজ্যে এনডিএ জোট সরকারের প্রার্থী। মনোনয়নপত্র পেশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ দিয়ে শাহনওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, এই দায়িত্বভার দেওয়ার জন্য দল, দলীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আশা প্রকাশ করব দায়িত্বের সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারব। দুই প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বিহারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে চলেছে এনডিএ জোট। উল্লেখ করা যেতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২৮ জানুয়ারি বিধান পরিষদের এই দুই আসনে নির্বাচন হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

অসমের তথ্য ও জন সংযোগ দফতরের 'মিডিয়া ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য মনোনীত করিমগঞ্জের সাংবাদিক বিভাস বর্ধন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : 'মিডিয়া ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য রাজ্যের তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ থেকে করিমগঞ্জের সাংবাদিক বিভাস বর্ধনকে মনোনীত করা হয়েছে। দক্ষিণ অসম সহ বরাক উপত্যকা থেকে এ বছর দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ-এর সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার বিভাস বর্ধনকেই এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

'কালিগঞ্জের শীতল পাটি এবং অসম সহ উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনে এই শিল্প ও শিল্পীদের আবদান' শীর্ষক তথ্যনির্ভর বিষয়কে গবেষণার উপজীব্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন সাংবাদিক বিভাস বর্ধন। অসম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক বিভাস বর্ধন ১৯৯৭ সালে দৈনিক সোনার কাছাড়' পত্রিকার মাধ্যমে সংবাদ জগতে সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু করেন। শিলচর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনার কাছাড় গোষ্ঠী প্রকাশিত 'দ্য ফ্রন্টিয়ার সান' ইংরেজি দৈনিকেও তিনি বহুদিন সঙ্গে কাজ করেছেন। এর পর গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ লহরি' বাংলা দৈনিকের করিমগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'রজনীগন্ধা' বরাক উপত্যকার পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে।

বর্তমানে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক 'দ্য আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকার করিমগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন তিনি। করিমগঞ্জ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক পদে দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন সাংবাদিক বিভাস বর্ধন। বর্তমানে তিনি প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও রয়েছেন। বরাক উপত্যকা থেকে একমাত্র সাংবাদিক হিসাবে 'মিডিয়া ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য মনোনীত হওয়ায় জেলার বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।

নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ পুদুচেরি বিধানসভায়

পুদুচেরি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব পাশ করল কংগ্রেস শাসিত পুদুচেরি রাজ্যের বিধানসভা। পাশাপাশি পুদুচেরিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতেও অপর একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণ স্বামী জানিয়েছেন, কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এদিন বিধানসভা প্রস্তাব পাশ করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির বিজ্ঞানভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসার সত্ত্বেও কোনো রকমের রফাসূত্র বেরিয

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

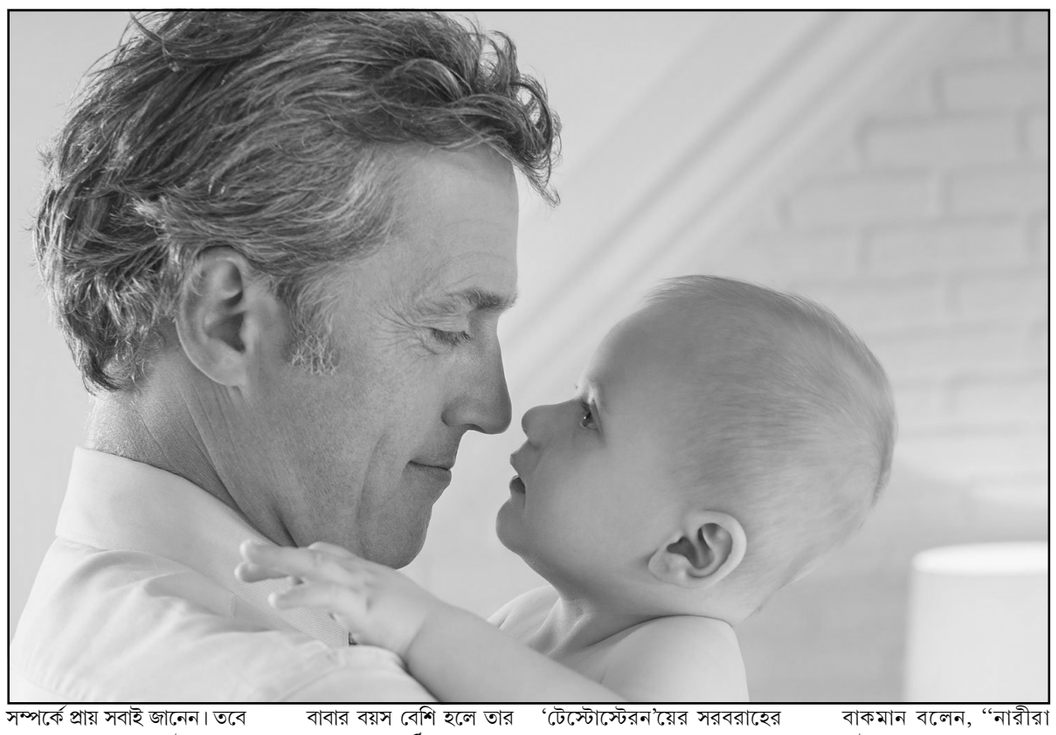

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সুত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, ''নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা 'বায়োলজিকাল ক্লক' যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।''

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, ''যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।''

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার'স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল'য়ের উইমেন'স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, ''বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।''

'ম্যাচুরিটাস' নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন 'জেস্টেশনার ডায়াবেটিস', 'প্রি-এক্লামসিয়া', 'প্রি-টার্ম বার্থ' ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে।

বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ট হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে 'টেস্টোস্টেরন'য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, ''বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।''

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, ''নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।''

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহারার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ্র রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, ''তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।''

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি বাড়ায় মসলাদার খাবার

আজকের রাতটা প্রেমময় করে তুলতে চান, তবে স্বামীকে রাতে ঝাল খাবার দিন। কারণ 'হট' খাবার ছেলেদের আরও 'হট' করে তোলে।

আর এই তথ্য গবেষণা করে বের করছেন একদল ফরাসি গবেষক।

তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষ মসলাদার খাবার বেশি খেতে ভালোবাসেন তাদের শরীরে টেসটসটেরনের মাত্রা বেশি থাকে। আর এই টেসটসটেরন নাকি যৌন ক্রিয়ায় সহায়ক।

১৮ থেকে ৪৪ বছরের ১১৪ জন পুরুষের ওপর ইউনিভার্সিটি অব গ্রনবেলের বিজ্ঞানীরা এই নিরীক্ষা চালান।

তাদেরকে মসলাদার ম্যাশ পটাটো (আলু ভর্তা) খেতে দেওয়া হয় ঝাল সস আর লবণ দিয়ে। কারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খায় সেদিকে গবেষকরা নজর রাখেন। আর যারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খেয়েছেন তাদের লালা সংগ্রহ করেন টেসটসটেরনের মাত্রা নিরূপণ করার জন্য।

তারা দেখতে পান যে ঝাল সস ও টেসটসটেরনের মাত্রার সঙ্গে পরিষ্কার অর্থেই পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের সহরচয়িতা লরেন্ত বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে টেলিগ্রাফ জানায়, নিয়মিত মসলাদার খাবার টেসটসটেরনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে এটা কীভাবে কাজ করে তা এখনও জানা যায়নি।

টেসটসটেরনের মাত্রা কমের সঙ্গে আলস্য অথবা বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

"সাম লাইক ইট হট" নামের এই গবেষণাপত্র ফিজিওলজি অ্যান্ড বিহেইভিয়র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

"ডেইট" সফল করার পন্থা

সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বা বের হচ্ছেন ঘুরতে খেয়াল রাখুন বেশি উত্তেজনা বা ঘাবড়ে গিয়ে যেন দিনটি মাটি না করে দেয়।

আগে দর্শনদারি পরে গুণবিচারি-- ফিমেলফার্স ডটকো ডটইউকে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি পরনের পোশাক যেন আপনার -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

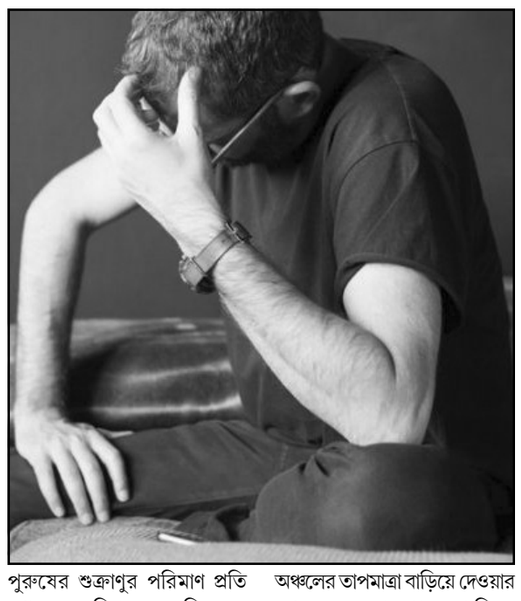

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস।

অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

'হিউম্যান রিপ্রোডাকশন' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়।

তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, ''একজন পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।''

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়।

এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে 'এফএসএইচ' হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

গবেষণার প্রধান লেখক, হার্ভার্ড.টি.এইচ.চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ'য়ের গবেষক লিডিয়া মিঙ্গুয়েজ অ্যালারকন বলেন, ''আমাদের গবেষণার পরামর্শ হল পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সন্তান গ্রহণের সীদ্ধান্ত নেবেন তখন তার উচিত এই সহজ পরিবর্তনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ আঁটসাঁট অন্তর্বাস ছেড়ে ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার শুরু করা।''

পুরুষের যেসব অদ্ভুত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

মধু

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

বাঁধাকপি

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

রসুন

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

ডিম

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

কলা

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম

নারী এবং পুরুষ উভয়ের 'সেক্স ড্রাইভ'য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

ঝিনুক

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

টক ফল

'স্ট্রেস হরমোন' কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

পালংশাক

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

আঙুর

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

ডালিম

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মাংস

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

পরিবহনের উন্নয়নে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মতো কাজ করা হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): আহমেদাবাদ ও সুরাটের জনগণের জন্য সুখবর। আহমেদাবাদ মেট্রো প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় এবং সুরাট মেট্রো প্রকল্পের ভূমি পুজো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আহমেদাবাদ মেট্রো প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় এবং সুরাট মেট্রো প্রকল্পের ভূমি পুজো করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, শহরের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মতো কাজ করা হচ্ছে। ভূমি পুজো অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আহমেদাবাদ এবং সুরাট খুব গুরুত্বপূর্ণ পুরষ্কার পেতে চলেছে। আহমেদাবাদ এবং সুরাট-দেশের এই দু"টি প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্রের যোগাযোগকে আরও মজবুত করবে মেট্রো। আহমেদাবাদে ১০ হাজার কোটির বেশি ইনাস্ট্রাকচারের কাজ শুরু হচ্ছে। করোনাকালেও নয়া ইনাস্ট্রাকচার তৈরির বিষয়ে দেশের প্রচেষ্টা লাগাতার বেড়ে চলছে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ২০১৪ সালের পূর্ববর্তী ১০-১২ বছরে মাত্র ২২৫ কিলোমিটার মেট্রো লাইন অপারেশনাল ছিল। কিন্তু, বিগত ৬ বছরে ৪৫০ কিলোমিটারের বেশি মেট্রো নেটওয়ার্ক চালু হয়ে গিয়েছে। আহমেদাবাদের পর সুরাট গুজরাটের দ্বিতীয় বড় শহর, যে শহর মেট্রোর মতো আধুনিক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, গুজরাটের শহরের পাশাপাশি বিগত বছরগুলিতে গ্রামীণ অঞ্চলেও অভূতপূর্ব প্রগতি হয়েছে। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে সড়ক, বিদ্যুৎ ও জলের বিষয়ে বিগত দুই দশকে যে কাজ হয়েছে, তা গুজরাটের উন্নয়ন যাত্রায় খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জল জীবন মিশনের অধীনে গুজরাটে ১০ লক্ষ নতুন জলের কানেকশন দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই গুজরাটের প্রতিটি বাড়িতে নলের মাধ্যমে জল পৌঁছে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মতো শহরগুলির পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করছি- এর অর্থ হল বাস, মেট্রো, রেল নিজস্ব নকশা অনুযায়ী চলবে না বরং সম্মিলিত ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে, একে অপরের পরিপূরক।" প্রধানমন্ত্রী জানান, "দেশের ২৭টি শহরে ১০০০ কিলোমিটারের বেশি মেট্রো নেটওয়ার্কে কাজ চলছে। একটা সময় ছিল যখন মেট্রো নেটওয়ার্ক নিয়ে দেশে কোনও আধুনিক চিন্তাভাবনা ছিল না। কোনও মেট্রো পলিসি নীতি ছিল না। ফলে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ধরনের মেট্রো ছিল।"

ভারতে ১৮.৭০-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ১.৯৭-লক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতে, এরইমধ্যে স্বস্তির বিষয় হল ভারতে প্রতিদিনই কমছে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি খুব দ্রুত না হলেও, বাড়ছে করোনা-টেস্টের সংখ্যা। ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১৮.৭০-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৫,৪৮,১৬৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৭০,৯৩,০৩৬-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৪৫৭ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৫৯ শতাংশ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫২,৪১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৪৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০২,১১,৩৪২ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২ লক্ষ ০৮ হাজার ০১২ জন করোনা-রোগী (১.৯৭ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মাদক মামলা : ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে সমীর খান

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): মাদক মামলায় এবার ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হল মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিকের জামাই সমীর খানকে। সোমবার মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালত সমীর খানকে ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। মাদক মামলায় গত ১৩ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছিল সমীর খানকে। সমীরকে গ্রেফতার করেছিল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। সোমবারই তাঁর এনসিবি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

এদিন আদালতে পেশ করার প্রাক্কালে সকালেই সমীর খানের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। তারপরই নবাব মালিকের জামাইকে এসপ্ল্যানেড আদালতে তোলা হয়। আদালতে তোলা হলে সমীর খানকে ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ফলে আগামী ১৪ দিন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকতে হবে সমীর খানকে।

ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি-সহ উত্তর ভারত, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। কোথাও কোথাও চলছে শৈত্যপ্রবাহ। শীতের সঙ্গে সঙ্গী ঘন কুয়াশাও। ফলে সোমবারও ঘন কুয়াশার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হল দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার-প্রভৃতি রাজ্যের মানুষজনকে। ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতজুড়ে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচল। উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে ১৮ জানুয়ারি (সোমবার) দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছেছে ২৬টি ট্রেন।

গত কয়েকদিনের মতো সোমবার সকালেও কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি।

সিংঘু সীমান্ত, কাশ্মীরি গেট, মঞ্জু কা টিল্লা প্রভৃতি এলাকা ছিল কুয়াশার চাদরে ঢাকা। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লি ছাড়াও এদিন সকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত ঘন কুয়াশার আস্তরণ ছিল পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান, উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অসম এবং মেঘালয়ে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, সকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত চন্ডীগড়, বরেলি এবং গোরক্ষপুরে দৃশ্যমানতা ছিল ২৫ মিটার, অমৃতসর, আম্বালা, গঙ্গানগর, গোয়ালিয়র, বাহরাইচ, পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, গুয়াহাটি, তেজপুর, আগরতলা এবং শিলচরে ৫০ মিটার, পাতিয়ালা, হিসার, আগ্রা ও লখনউতে ২০০ মিটার এবং দিল্লি-সফদরজং ও পালমে ৫০০ মিটার।

মঙ্গলবার থেকে কালাইন এইচএস স্কুল এবং এসআর কলেজে শুরু এনসিসি কার্যক্রম

কালাইন (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মঙ্গলবার ১৯ জানুয়ারি থেকে কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি (এইচএস) স্কুল এবং এসআর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরু হবে এনসিসি কার্যক্রম। উল্লেখ্য, পুঁথিগত শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি কো-কারিকুলার এবং এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে অধিকাংশ স্কুল কলেজে ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস(এনসিসি)-এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্মবোধ ও চেতনাশক্তি জাগ্রত করে ভবিষ্যতে দেশের সেবা তথা দেশরক্ষায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিকল্পে তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে ভারতীয় সেনা বাহিনীর এনসিসি শাখা। শরীর চর্চার পাশাপাশি অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এনসিসি শিবিরে। সংশ্লিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট সিলেবাস পঠন ও শিক্ষণের পাশাপাশি লাগাতার দুই বছরের এনসিসি প্রশিক্ষণ পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পর ছাত্রছাত্রীদের এনসিসি 'সি' ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এনসিসি 'সি' ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট প্রাপক ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন কোর্সে ভরত এবং সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়ার সুবিধা রয়েছে। ফলে কালাইন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে বিহাড়া যুধিষ্টির সাহা এইচএস স্কুলের বরিষ্ঠ শিক্ষক তথা এনসিসি সিটিও নিরুপম নাথ এবং সাংবাদিক বিশ্বজিৎ নাথের পরামর্শক্রমে কালাইন এইচএস স্কুলে এনসিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন স্কুলের অধ্যক্ষ সিরাজুর আম্বিয়া।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলতে সীমান্তবর্তী প্রত্যেক স্কুল কলেজে এনসিসি কার্যক্রম চালু করতে কয়েকমাস আগে নির্দেশ জারি করেছিলেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই নির্দেশনার পর বিহাড়া যুধিষ্টির সাহা এইচএস স্কুলের এনসিসি শাখার সিটিও নিরুপম নাথ স্থানীয় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার প্রতিটি স্কুল ও অধ্যক্ষের নাম মোবাইল নম্বর জিসি কলেজের এনসিসি ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেন। নিরুপম নাথ জানান, ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে এনসিসি কার্যক্রম বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এদিকে কালাইন এইচএস স্কুলের অধ্যক্ষ সিরাজুর আম্বিয়া শিলচর গুরুচরণ কলেজের এনসিসি ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের কমান্ডি অফিসারের সঙ্গে দফায় দফায় যোগাযোগ করেন। অধ্যক্ষ সিরাজুর আম্বিয়ার তৎপরতায় সাড়া দেন জিসি কলেজের এনসিসির থার্ড আসাম ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার। সিরাজুর আম্বিয়া জানান, মঙ্গলবার ১৯ জানুয়ারি কালাইন এইচএস স্কুল ও এসআর কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে এনসিসি যাত্রা শুরু হবে। প্রথমে অষ্টম ও নবম শ্রেণির মোট পঞ্চাশজন ছাত্রকে এনরোলমেন্ট করা হবে এনসিসি কার্যক্রমে। এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক দীপক ওরাংকে 'ক্যায়ার টেকিং অফিসার' (সিটিও) মনোনীত করা হয়েছে, জানান অধ্যক্ষ। অন্যদিকে একইভাবে কালাইন এসআর কলেজের অধ্যক্ষ ড় বিজিৎ গোস্বামী সংশ্লিষ্ট কমান্ডিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে কলেজে এনসিসি কর্মসূচি চালু করতে সফল হয়েছেন। এদিন প্রথমে এসআর কলেজ এবং তার পর কালাইন স্কুলে এনসিসি কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এনসিসি-র যাত্রাকে কেন্দ্র করে কালাইন অঞ্চলের অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী মহলে ব্যাপক সন্তুষ্টি বিরাজ করছে।

ভোট পর্যালোচনায় ত্রিদিবসীয় সফরসূচি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় পূর্ণাঙ্গ দল সহ গুয়াহাটি আসছেন সিইসি সুনীল অরোরা

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পূর্ণাঙ্গ দল নিয়ে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) সুনীল অরোরা। বিমানবন্দর থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে হোটেল রেডিসন ব্লু-তে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ দল এই হোটেলেই তিনদিন আবস্থান করবে। তাই হোটেল চত্বরকে কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে রাখা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অরোরা নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলে থাকবেন তিন নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র, রাজীব কুমার ও ধর্মেন্দ্র শর্মা (ডিজি), ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার চন্দ্রভূষণ কুমার, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর এডিজি তথা মুখপাত্র শেফাইল বিশরণ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নরেন্দ্র এন বুটলিয়া, ডিরেক্টর অব এক্সপেনডিচার পঙ্কজ শ্রীবাস্তব এবং ইভিএম কনসালটেন্ট বিপিন কাটারা।

সরকারি সূত্রের খবরে প্রকাশ, এখানে এসে আজ রাত সাড়ে আটটায় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পাশাপাশি নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতির পর্যালোচনা বৈঠক করবেন তাঁরা। এই বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, গৃহসচিব, পুলিশ-প্রধান, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশের নোডাল অফিসার। এর পর আগামীকাল ১৯ এবং পরের দিন ২০ ডিসেম্বর নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ, নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা এবং তাঁর দল বৈঠক করবেন। বৈঠকে বসবেন প্রতিটি জেলায় নিয়োজিত নির্বাচন আধিকরিক, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গেও। দফায় দফায় পর্যালচোনা বৈঠক শেষে ২০ তারিখ হোটেল রেডিসন ব্লুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। ওইদিনই তাঁরা দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা হবেন, জানা গেছে সরকারি সূত্রে।

সীমান্তে দুই বাংলার মানুষের মিলনমেলা

।। মনির হোসেন।। ঢাকা।। ১৮ জানুয়ারী।। বাংলাদেশের নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্তে দুই বাংলার হাজারো মানুষের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ বিজিবি পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের অধীনে উপজেলার আগ্রাদ্বিগুণ বিওপির বাংলাদেশ অভ্যন্তরে মেইন পিলার ২৫৬-এর সাব-পিলার ৯-এর কাছে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। করোনার কারণে স্বল্পপরিসরে গত রবিবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী এ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। ওপার বাংলার বিএসএফের ১২২ ব্যাটালিয়নের অন্তর্গত জলঘর ও হরিবংশপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যদের উপস্থিতিতে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মিলনমেলায় বিএসএফ তাদের কাঁটাতারের দরজা খুলে দেয়। ভারতের হাজার হাজার মানুষ তাদের নাগরিকত্বের কার্ড দেখিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। মিলনমেলায় দুই বাংলার কয়েক জেলার লোকজনের সমাগম ঘটে। বিশেষ করে নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া ও রাজশাহী জেলার হাজার হাজার মানুষ মেলায় যান। ভারতের লোকজন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারলেও বাংলাদেশের কোনো লোক ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। ভারতের গঙ্গারামপুরের সাহারা বানু বলেন, নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর নান্দাস গ্রামের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে অনেক দিন পর মিলিত হতে পেরে আমরা খুব খুশি। জয়পুরহাটের মঙ্গলবাড়ী গ্রামের অনিতা বর্মণ বলেন, সীমান্ত খুলে দেওয়ায় অনেক দিন পর কাকা-কাকিদের সঙ্গে দেখা-সাাৎ হলো। দুই বাংলার লোকজন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাাতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন। মিলনমেলা উপলে সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীও কেনা-বেচা হয়। আগ্রাদ্বিগুণ বাজার থেকে সীমান্তবর্তী ওই মিলনমেলা পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে যানজট লেগেছিল। তবে সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রাকারী বাহিনীর সদস্যদের নজরদারি জোরদার করা হয়।

আতঙ্ক বাড়ছে নেপালে, পৌঢ়-সহ ৩ জন করোনার নয়া স্ট্রেনে আক্রান্ত

কাঠমাণ্ডু, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি (স্ট্রেন) নিয়ে এবার আতঙ্ক বাড়ছে নেপালে। ব্রিটেন থেকে নেপালে ফেরা, ৬৭ বছর বয়সী এখন পৌঢ়-সহ ৩ জনের শরীরে করোনার নতুন স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন নেপালের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রকের মুখপাত্র ডাঃ জগেশ্বর গৌতম। করোনার নতুন স্ট্রেন মিলেছে ২৮ বছর বয়সী যুবতী, ৬৭ বছরের পৌঢ় এবং ৩২ বছর বয়সী যুবকের শরীরে।

সম্প্রতি ব্রিটেন থেকে ফিরেছিলেন ওই ৩ জন। ৩ জনের শরীর থেকে নমুনা নিয়ে হংকংয়ে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্ট আসার পর দেখা গিয়েছে, ৩ জনই করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে সংক্রমিত। করোনার নতুন স্ট্রেনের সন্ধান মেলার পর নড়েচড়ে বসেছে নেপাল সরকার। দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪৬ জনের, পাকিস্তানে করোনা-সংক্রমিত ৫.২১-লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯২০ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১০,৯৯৭ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২১ হাজার ২১১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৮৮ জন।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯২০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২১,২১১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৪,৯৮৬। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৪,৭৫,২৮৮ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৫.০৬ শতাংশ।

অন্নদাতাদের অর্থ সাফ করতে উঠেপড়ে লেগেছে মোদী সরকার : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারকে এবার আরও তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলের কটাক্ষ, অন্নদাতাদের অর্থ সাফ করতে উঠেপড়ে লেগেছে মোদী সরকার। রাহুল আরও জানান, নিজের সুট-বুট পরা বন্ধুদের ৮৭,৫০০০ কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছে সরকার। 'পুঁজিপতি বন্ধুদের জন্য মোদী কি করেছেন', এমন শিরোনামের একটি ভিডিও সোমবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করেন রাহুল গান্ধী।

রাহুল ওই ভিডিওর সঙ্গে লেখেন, "নিজের সুট-বুট পরা বন্ধুদের ৮৭,৫০০০ কোটি টাকার ঋণ মকুব করা মোদী সরকার অন্নদাতাদের অর্থ সাফ করতে উঠেপড়ে লেগেছে মোদী সরকার। উল্লেখ্য, কৃষি আইনের বিরোধিতায় দীর্ঘ দিন ধরে দিল্লির বিভিন্ন সীমায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। কেন্দ্রীয় সরকার ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে নবম দফার বৈঠকও নিষ্ফলা ছিল। কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে চলেছেন রাহুল গান্ধী।

মহারাষ্ট্রের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় জয়কার বিজেপির

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.): মহারাষ্ট্রের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় জয়কার বিজেপির। এই নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে এক নম্বরে রয়েছে বিজেপি। এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ১৮৫৭ মধ্যে ৩৮৮ গ্রাম পঞ্চায়েতে জিতেছে বিজেপি। শিবসেনার দখলে গিয়েছে ৩৭১। এনসিপি পেয়েছে ২৭৯। চতুর্থ স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি জিতেছে ২৬২। রাজ ঠাকরে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা জিতেছে কেবলমাত্র ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে। মহারাষ্ট্রে ১৫ জানুয়ারি ১৩ হাজার ৮১৪ গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে এসেছিল। ভোট পড়েছে ৭৯ শতাংশ। স্থানীয় স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হলেও রাজনৈতিক দলের কাছেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। সবকটি রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক ভিত্তি নিদর্শন পাওয়া যায় এই নির্বাচনের মাধ্যমে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁবু কাশ্মীর ও লাদাখ, কুলগামে মৃত্যু দু"টি শিশুর

শ্রীনগর ও লেহ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): হাড় কাঁপুনি ঠাণ্ডা থেকে রেহাই নেই কাশ্মীর উপত্যকার, কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখও। এমতাবস্থায় আগামী ২৪ জানুয়ারি কাশ্মীর ও লাদাখে পুনরায় তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত শৈত্যপ্রবাহ বজায় থাকবে কাশ্মীর ও লাদাখে। ২৪ জানুয়ারি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরে জমে বরফ হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন হ্রদ। জমে গিয়েছে পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীনগরের ডাল লেক।

সোমবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ৬.৮ ডিগ্রি এবং গুলমার্গের মাইনাস ৬ ডিগ্রি। লাদাখের লেহ শহরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১১.৩ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১৮.৮ ডিগ্রি এবং দ্রাসে মাইনাস ২২.১ ডিগ্রি। মাইনাস না হলেও, ঠাণ্ডায় কাঁপছে জম্মু। জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৪ ডিগ্রি। প্রবল ঠাণ্ডা ও শৈত্যপ্রবাহে জম্মু ও কাশ্মীরে কুলগাম জেলায় মৃত্যু হয়েছে দু"টি শিশুর। কুলগাম জেলার দেভসারের বৃণাল লাম্মার এলাকার ঘটনা। মৃত দু"টি শিশুর বাড়ির জম্মুর রিয়েসি জেলায়। তাঁরা বাকেরওয়াল পরিবারের সদস্য ছিল। মৃত দু"টি শিশুর নাম-সাহিল জুবাইর (১০) ও সাজিয়া জান (৬)। রিয়েসির বাসিন্দা বাকেরওয়াল পরিবার দেভসারের বৃণাল লাম্মার এলাকায় তাঁবুর ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। রবিবার গভীর রাতে প্রবল ঠাণ্ডায় তাঁবুর ভিতরেই মৃত্যু হয় তাঁদের সন্তান সাহিলের। রবিবার মধ্যরাতেই তাঁদের আরও এক সন্তান সাজিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে, সাজিয়াকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জীবন, স্কুল খোলায় খুশি পড়ুয়ারা : সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): প্রায় ১০ মাস পর রাজধানী দিল্লিতে খুলে গেল স্কুল। অবশেষে স্কুল খুলে যাওয়ায় অত্যন্ত খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। খুশি দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও। সোমবার সকাল থেকে দিল্লিতে স্কুল খুলে যাওয়ার পর মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জীবন। এদিন সকালে কৌটিল্য সরকারি সর্বোদয় বাল বিদ্যালয়ে যান শিক্ষামন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। সেখানে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, "পড়ুয়ারা স্কুলে ফিরে আসায় ভীষণ ভালো লাগছে। স্কুল খুলে যাওয়ায় পড়ুয়ারাও খুশি। দীর্ঘ দিন বাড়িতে বসে থাকায় এবং অনলাইন ক্লাস করে তাঁদেরও ভালো লাগছিল না। সমস্ত কোভিড-বিধি মেনেই স্কুল খুলেছে।"

আপাতত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসই চলবে দিল্লির স্কুলগুলিতে। সোমবার সকাল থেকেই দিল্লিতে সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন সমস্ত স্কুল খুলে গিয়েছে। স্কুল খুলে গেলেও, কোভিড বিধি মেনে ক্লাস করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত স্কুলকে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারাও সতর্ক রয়েছে। এদিন সকালে দিল্লির লেডি ইরউইন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের পক্ষ থেকে জ্যোতি যাদব জানিয়েছেন, "থার্মাল স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার রাখতে বলা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের। মানতে বলা হয়েছে সামাজিক দূরত্ববিধি এবং নিজেদের খাবার ও জল অন্যকে দিতে বারণ করা হয়েছে।"

ভারতে দৈনিক মৃত্যু কমে ১৪৫, করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ১,০৫,৭১,৭৭৩

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ সংক্রমণের গ্রাফ আরও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৩,৭৮৮ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৪৫ জনের। প

হারবেন বলে ভবানীপুরের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর ভরসা নেই : আব্দুল মান্নান

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি .স.) : "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার গোটা বাংলা প্রত্যাখ্যান করবে।" নন্দীগ্রাম থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী হওয়ার প্রসঙ্গে সোমবার এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান।

মান্নান বলেন, "লোকসভা ভোটের পরেই শোনা যাচ্ছিল মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কেন্দ্র নিরাপদ বলে মনে করছেন না। আগামী নির্বাচনে তিনি কেন্দ্র বদল করবেন বলে জল্পনা হচ্ছিল। কোথায় যাবেন, তাই খোঁজ করছিলেন। উনি নিশ্চিত হয়েছেন এবার ভবানীপুর থেকে তাঁর জেতার সম্ভাবনা নেই। কারণ, তাঁর সব সাফল্য উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে।

মান্নান বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আসলে শুভেন্দু অধিকারীর আতঙ্কে ভুগছেন। ভূত দেখছেন শুভেন্দুর ছায়ায়। প্রথমে যখন নন্দীগ্রামে আন্দোলন শুরু হয়, বিধায়ক ফিরোজা বিবিকে সান্ত্বনা জানাতে যান প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, সিঙ্গুর আন্দোলনকে ধামাচাপা দিতে কংগ্রেস সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মুখ্যমন্ত্রী একটা কমিটি তৈরি করে শুভেন্দুর নেতৃত্বে সেই আন্দোলন ছিনিয়ে নেন। আমাদের সেরকম লোকবল না থাকায় আমরাও সেভাবে কিছু করে উঠতে পারিনি। উনিও এতদিন আসেননি। ১৪ বছর বাদে খেয়াল হল, এবার নন্দীগ্রামে যেতে হবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কাছাড় জেলার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত

শিলচর (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় নির্বাচন আয়োগের নির্দেশ অনুযায়ী এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে কাছাড় জেলার সাতটি বিধানসভা এলাকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সোমবার কাছাড়ের নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৬০ সালের নির্বাচন পঞ্জিবন্ধনের নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী এবং ভারতের নির্বাচন আয়োগের নির্দেশ অনুসারে ৯ নম্বর শিলচর বিধানসভা চক্র, ১০ নম্বর সোনাই বিধানসভা চক্র, ১১ নম্বর ধলাই চক্র, ১২ নম্বর উধারবন্দ বিধানসভা চক্র, ১৩ নম্বর লক্ষ্মীপুর বিধানসভা চক্র, ১৪ নম্বর বড়খলা বিধানসভা চক্র এবং ১৫ নম্বর কাটিগড়া বিধানসভা চক্রের ছবি সংবলিত ভোটার তালিকা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের মাধ্যেমে চলতি বছরের ১ জানুয়ারির ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে। এই ভোটার তালিকার প্রতিলিপি প্রদর্শনের জন্য কাছাড় জেলা পরিষদের কার্যালয়, জেলা নির্বাচন কার্যালয়, নির্বাচন পঞ্জিয়ক আধিকারিকের কার্যালয়, সহকারী নির্বাচন পঞ্জিয়কের কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্র ভিত্তিক আধিকারিকের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ আব্দুল মান্নান

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.): সামনে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকরের দ্বারস্থ হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান। সোমবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে এনিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে কী হয়েছে তার টুইট করে জানান রাজ্যপাল। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছে আব্দুল মান্নান দাবি করেছেন যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সিভিক পুলিশকে কোন রকমের দায়িত্ব দেওয়া চলবে না। অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটিতে রাখা যাবে না। কারণ এই ধরনের নিয়োগ রাজনৈতিক হয়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করার জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমনকি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, এডিজি আইন শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আব্দুল মান্নান। নির্বাচন কমিশন আগে যেসব আধিকারিকদের সরিয়ে দিয়েছিল তাদেরকে উঁচু পদে আসীন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি দিলেন সাংসদ ঝর্ণা

চনিজম্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। দুস্কৃতিদের হামলার শিকার রাজ্যসভার সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য চিঠি লিখলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে। সোমবার তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন কিভাবে তাঁক রবিবার আক্রমণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, রবিবার দুপুরে একেদল দুস্কৃতি বাধারঘাট সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা চালায়। তখন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য সেখানে গেলে তাকেও দুস্কৃতিরা আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে তাঁর দেহরক্ষীকে মারধর করা হয়। পরে পুলিশ ওই দেহরক্ষীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিকালে সাংসদের বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়।

ভারতে ১৮.৭০-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ১.৯৭-শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতে, এরইমধ্যে স্বস্তির বিষয় হল ভারতে প্রতিদিনই কমছে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি খুব দ্রুত না হলেও, বাড়ছে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও। ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১৮.৭০-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৫,৪৮,১৬৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৭০,৯৩,০৩৬-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৪৫৭ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৫৯ শতাংশ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫২,৪১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৪৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০২,১১,৩৪২ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২ লক্ষ ০৮ হাজার ০১২ জন করোনা-রোগী (১.৯৭ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

লখনউ ডিভিশনে লাইনচ্যুত শহিদ এক্সপ্রেস, হতাহতের খবর নেই

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখনউ ডিভিশনে চারবাগ স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ০৪৬৭৪ শহিদ এক্সপ্রেসের দু'টি বগি। সোমবার সকাল আটটা নাগাদ চারবাগ স্টেশন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলাইন হয়ে যায় অমৃতসর থেকে জয়নগরগামী শহিদ এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনার সময় শহিদ এক্সপ্রেসের গতি কম থাকায় বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়, এই দুর্ঘটনায় হতাহতেরও কোনও খবর নেই। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জগতোশ শুক্লা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে অমৃতসর থেকে জয়নগর অভিমুখে যাচ্ছিল ০৪৬৭৪ শহিদ এক্সপ্রেস। সকাল আটটা নাগাদ চারবাগ স্টেশন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলাইন হয়ে যায় ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের দু'টি বগি। এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। লাইনচ্যুত বগির যাত্রীদের অন্য কামরায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় শহিদ এক্সপ্রেস।

ডিআরএম সঞ্জয় ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, লাইনচ্যুত দু'টি কামরায় মোট ১৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা করা হয়। এই রেল দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর নেই। স্টেশন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সপ্রেস ট্রেনটি বেলাইন হয়ে যায়, সেই সময় ট্রেনের গতি কম ছিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাকে কটাক্ষ বিজেপির

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। একদিকে যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রবলভাবে রাজনৈতিক শক্তি বাড়িয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই লক্ষ্যেই নন্দীগ্রাম থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ইচ্ছার পেছনে কতটা সদিচ্ছা রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

তৃণমূল সুপ্রিমোর এহেন ইচ্ছাকে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকেই উত্থান। সিঙ্গুরবাসীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত হয়ে নন্দীগ্রামের বঞ্চিত মানুষদের খুশি করার চেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রীর এই ইচ্ছার পেছনে কতটা সদিচ্ছা রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রিতেশ তিওয়ারি। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রকৃত সদিচ্ছা থাকলে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে করতেন। কিন্তু আজকের এই ঘোষণা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথাগত রায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার প্রশ্ন, "ভবানীপুর থেকে হঠাৎ পলায়ন কি কারণে ?" রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু জানিয়েছেন, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রীর আজকের ঘোষণা ভালো কথা। একজন প্রার্থী দুই জায়গা থেকে দাঁড়াতেই পারেন। যদিও এর আগে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সব আসন থেকেই দাঁড়ানোর।

বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় আসন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকল্প হিসেবে বিজেপির উত্থান এবং ক্ষমতার দরজায় কড়া নাড়া তারই বার্তা বহন করে চলেছে। তিনি নিজের ভবানীপুর আসনে জেতা নিয়ে ভয় পাচ্ছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। একের পর এক তৃণমূল নেতার বিজেপিতে গমন অব্যাহত। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার নন্দীগ্রামের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " নন্দীগ্রাম সিটে মানুষ দেব। যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থেকে কাজ করবেন। নন্দীগ্রাম জেনারেল সিট। কাজেই কোনও অসুবিধা নেই।" এরপরে মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন তা হয়তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, " আমি যদি নন্দীগ্রামের দাঁড়াই কেমন হয়। একটু ইচ্ছে হলো। নন্দীগ্রাম গ্রামীণ জায়গা। মনের জায়গা, ভালোবাসার জায়গা।" মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন তার এই ঘোষণায় ভালোবাসার টান আবেগকে ধরে রাখতে পারেনি। এই মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূল নেতা সুব্রত বক্সী মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি সমবেত জনগণের কাছে আহবান করেন।

প্রতিনিধিরা

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী ডিএস অভিরামের উপর পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তেলিয়ামুড়া নগর ইউনিটের কর্মী সমর্থকরা অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এই অবরোধ বেলা প্রায় ১.০০টা থেকে শুরু হয়। সময় যত গড়িয়েছে কর্মী সমর্থকদের ভিড় তত বেড়েছে। পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে থাকলেও অনেকটা নিরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, জাতীয় সড়ককে অবরোধ মুক্ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে জাতীয় সড়কের উভয় দিকে যাত্রীবাহী দূরপাল্লার গাড়ি থেকে শুরু করে পণ্যবাহী বহু লরি আটকে পড়েছে। এমন-কি এই অবরোধের ফলে ত্রিপুরার বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়াও আটকে পড়েছিলেন। পরে তাঁকে অন্য পথে আগরতলায় ফিরতে হয়েছে।

উঠে গেল মেট্রোর ই-পাস, বাড়ল ট্রেন, খুলে দেওয়া হল একাধিক গেট

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): মেট্রি যাত্রীদের জন্য সুখবর! সোমবার থেকেই ই-পাসের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হল কলকাতা মেট্রোয়। পাশাপাশি আগের থেকে বাড়ানো হচ্ছে ট্রেনের সংখ্যাও। পূর্বঘোষণামত সোমবার থেকে শুধুমাত্র স্মার্ট কার্ড থাকলেই মেট্রোয় যাতায়াত করা যাচ্ছে। লকডাউনে সতর্কতা হিসাবে যে ই-পাস চালু করা হয়েছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। তবে, টোকেন এখনই চালু করা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আগে যেখানে দৈনিক ২২৮টি ট্রেন চলত, সেখানে সোমবার থেকে চলবে ২৪০টি ট্রেন।

করোনা-পরবর্তীকালে ভিড় এড়াতে প্রায় সব স্টেশনেই পাতালে প্রবেশের একাধিক গেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। অধিকাংশ স্টেশনেই একটি বা দু'টি গেট খোলা হচ্ছিল। কোথাও আবার একটি গেটে প্রবেশ অন্য গেটে বেরনোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যার ফলে অনেক সময় নাকাল হতে হচ্ছিল যাত্রীদের। নিজেদের কর্মস্থল বা বাড়ির কাছের গেট খোলা না থাকায় বেশ কয়েক মিনিট হেঁটে অন্য গেটে যেতে হচ্ছিল। এর জেরে অনেক সময় ট্রেন মিসও হচ্ছিল।

সেই সমস্যা খানিকটা লঘু করতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সোমবার থেকে একাধিক মেট্রো স্টেশনের একাধিক গেট খুলে দিলেন কর্তৃপক্ষ। যার ফলে নিউ নর্মালে যাত্রীদের যে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল, তা অনেকটাই কমছে। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার থেকে একাধিক স্টেশনে মোট ৫টি অতিরিক্ত গেট খোলা হল। সেন্ট্রাল স্টেশনের ৫ নম্বর গেট আজ থেকে খোলা থাকছে প্রবেশের জন্যও। কালীঘাট স্টেশনের ৪ এবং ৫ নম্বর গেট দিয়েও যাত্রীরা বেরতে পারছেন। ১০ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করা যাচ্ছে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের চার নম্বর গেট খুলে দেওয়া হল যাত্রীদের বেরনোর জন্য। সেই সঙ্গে চাঁদনী চক এবং পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের ১ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ এবং প্রস্থান দুই'ই করা যাচ্ছে।

এখন দিদিমণির দায়িত্ব বিজেপির সভার সমান সমান করা : নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : সপ্তাহের শুরুর দিনই সরগরম বিজেপি তৃণমূল সভা মিছিলে। একদিকে যখন খাস কলকাতায় মিছিল করবেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ঠিক তখনই অন্যদিকে নন্দীগ্রামে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, এরই মাঝে নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। "এখন দিদিমণির দায়িত্ব বিজেপির সভার সমান সমান করা" মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে এক হাত নিয়ে মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, " আমরা আগেই নন্দীগ্রামে সভা করেছিলাম। উনি যাননি। তবে উনি যেতেই পারেন। যান, দেখে আসুন কোথায় দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম। এখন দিদিমণির দায়িত্ব বিজেপির সভার সমান সমান করা"। উল্লেখ্য, সোমবার টালিগঞ্জ মেট্রো থেকে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত এই পদযাত্রা করার কথা শুভেন্দু অধিকারীর। এমনকি একইসঙ্গে পথে নামার কথা শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষের। অন্যদিকে আজই নন্দীগ্রামে সভা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথম নন্দীগ্রামে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

অমিত শাহর সভার প্রস্তুতিপর্বে বনগাঁর ঠাকুরবাড়িতে বিজেপি নেতৃত্ব

ঠাকুরনগর, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামী ৩০ জানুয়ারি ঠাকুরনগরে সভা করতে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে সোমবার ঠাকুরবাড়িতে আসেন বিজেপি-র নেতারা।

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়, সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ও সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এদিন দুপুর ১ টা নাগাদ ঠাকুরবাড়িতে এসে প্রথমে তাঁরা ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদের মন্দিরে যান। সেখানে তাঁরা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তি মাতার আশীর্বাদ নেন। এরপর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপি নেতৃত্ব। ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন যে মাঠে অমিত শাহ আসবেন সেই মাঠ পরিদর্শন করেন তাঁরা।

সাম্প্রতিক সময়ে সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছিল না। নাগরিকত্ব আইন কার্যকর না হওয়া নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। দলীয় নানা বিষয়কে কেন্দ্র করেও বারাসত সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল। সেকারণেও তিনি দলীয় কর্মসূচি এড়িয়ে চলছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই নাগরিকত্ব আইন দ্রুত কার্যকর না হওয়াতে ক্ষোভ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ঠাকুরনগরে এসে নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগ নিয়ে তাঁর মতামত জানাতে হবে। এর পর শান্তনুবাবুর সঙ্গে বৈঠকে বসেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয় জানুয়ারিতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠাকুরবাড়িতে এসে নাগরিক আইন নিয়ে তাঁর মতামত জানাবেন। ওই বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও শান্তনুর সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের আলোচনা হয়।

ফেশ্যাবাড়িতে কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

ফেশ্যাবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : সোমবার দুপুরে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফেশ্যাবাড়ি লাগোয়া ক্ষেণপাড়া গ্রামে এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম করিনা পারভিন (১৪)।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল ওই কিশোরী। এদিন দুপুরে বাড়িতে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। এরপর তাঁরা পুলিশে খবর দেন। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় জওয়ানদের প্রাণ বাঁচাতে পথ চলা শুরু বাইক অ্যাম্বুলেন্সের

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.): মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে সিআরপিএফ জওয়ানদের চিকিৎসার জন্য সোমবার মোটরবাইক অ্যাম্বুলেন্স রক্ষিতার আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয়। মাও হামলায় আক্রান্ত সিআরপিএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের চটজলদি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আনার জন্য এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সূচনা করা হয়। অত্যাধুনিক এই মোটরবাইক অ্যাম্বুলেন্সের তৈরি করেছে ডিআরডিও। এই বাইক আম্বুলান্স এর মাধ্যমে আহত জওয়ানদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আনা যাবে। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর, সুকমা, দান্তেওয়াড়া অঞ্চলে কার্যকারী ভূমিকা নেবে এই বাইক অ্যাম্বুলেন্স।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অর্ধকটি টাকা বলে জানা গেছে।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ প্রত

শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে বার্সাকে হারিয়ে বিলবাওয়ের উৎসব

সেভিয়া।। দুই বছরের মধ্যে প্রথম শিরোপা জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বার্সেলোনা। আক্রমণে আধিপত্য করেও হারের মুখে পড়েছিল আথলেতিক বিলবাও। ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত খেলা দলটি খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়ায় শেষ মুহূর্তে। পরে অতিরিক্ত সময়ে ইনাকি উইলিয়ামসনের চমৎকার গোলে শিরোপা উল্লাসে মেতে ওঠে মার্সেলিনোর দল। সেভিয়ায় অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে ৩-২ গোলে জিতেছে বিলবাও। তৃতীয়বারের মতো এর শিরোপা জিতল দলটি। তবে অঁতোয়ান গ্রিজমানের জোড়া গোলে দুবার এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। প্রথমবার অস্কার দে মার্কোসের গোলে সমতায় ফেরার পর ৯০ মিনিটে আসিয়েরের লক্ষ্যভেদে শিরোপা লড়াইয়ে ফেরে বিলবাও। আর সবশেষে ইনাকির ওই পার্থক্য গড়ে দেওয়া গোল। ম্যাচের কয়েক ঘন্টা আগেও নিশ্চিত ছিল না লিওনেল মেসির খেলা। সব অনিশ্চয়তা পেছনে ফেলে শুরুর একাদশেই নামেন তিনি। তবে পুরো ম্যাচেই ছিলেন যেন নিজের ছাড়া হয়ে। উল্টো শেষ মুহূর্তে মেজাজ হারিয়ে লাল কার্ড দেখেন তিনি। বিলবাও সবশেষ প্রতিযোগিতাটি শিরোপা জিতেছিল ২০১৫ সালে, বার্সেলোনাকে হারিয়েই। সেবার দুই লেগের লড়াইয়ে কাতালান ক্লাবটিকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল তারা। ৪০ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় বার্সেলোনা। মেসির বাড়ানো বল বক্সে ফাঁকায় পেয়ে শট না নিয়ে ফিরতি পাস দেন জর্দি আলবা। তবে প্রতিপক্ষের বাধার মুখে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি বার্সেলোনা অধিনায়ক। বিলবাও ডিফেন্ডাররাও পারেনি বিপদমুক্ত করতে, ফাঁকায় বল পেয়ে নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন গ্রিজমান। জবাব দিতে মোটেও দেরি করেনি সেমি-ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে হারানো বিলবাও। ইনাকির ক্রসে কাছ থেকে ডান পায়ের টোকায় বল জালে পাঠান মার্কোস। এখানে দায় এড়াতে পারবেন না ডিফেন্ডার আলবা। পেছনে থাকা প্রতিপক্ষের দিকে নজর না দিয়ে শুধু বলেই চোখ রেখেছিলেন তিনি। ৭৭ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বাঁ দিকে থেকে আলবার ছয় গজ বক্সের মুখে বাড়ানো নিচু পাস ফাঁকায় পেয়ে প্লেসিং শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন গ্রিজমান। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ডান দিক থেকে ইকের মুনিয়াইনের দারুণ ফ্রি-কিকে কাছ থেকে বলে পা লাগিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড আসিয়ের। হারের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়ানো বিলবাও অতিরিক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে ইনাকির অসাধারণ নৈপুণ্যে এগিয়ে যায়। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে জায়গা বানিয়ে জোরালো কোনাকুনি শট নেন স্পানিশ ফরোয়ার্ড; বল দূরের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়।

জুভেন্টাসকে উড়িয়ে দিল ইন্টার

রোম।। শুরুতেই দলকে এগিয়ে নিলেন আর্তুরো ভিদাল। সতীর্থের গোলে অবদান রাখা নিকোলো বারেল্লা নিজেও পেলেন জালের দেখা। ম্যাচ জুড়ে আক্রমণাত্মক খেলে জুভেন্টাসকে উড়িয়ে দিল ইন্টার মিলান। নিজেদের মাঠ সান সিরোয় সেরি আয় শিরোপাধারীদের ২-০ ব্যবদানে হারিয়ে পয়েন্টের হিসেবে শীর্ষে থাকা এসি মিলানের পাশে বসেছে আন্তোনিও কন্তের দল। লিগে দুই ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল ইন্টার। টানা তিন জয়ের পর হারল গত নয় আসরের চ্যাম্পিয়ন জুভেন্টাস। ১৮ ম্যাচে ১২ জয় ও চার ড্রয়ে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ইন্টার। এক ম্যাচ কম খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে এসি মিলান। ১৭ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে ফিওরেন্তিনাকে ৬-০ গোলে হারানো নাপোলি। এক ম্যাচ বেশি খেলে তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে রোমা। ১৭ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে আগের মতো পাঁচে আছে জুভেন্টাস।

এদিকে, গিল শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে মরসুমের শুরুর দিকের ছন্দহীনতা কাটিয়ে বেশ ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ক্রিস্টাল প্যালেসকে উড়িয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ৪-০ গোলে জিতেছে সিটি। জোড়া গোল করেন জন স্টোনস, অন্য দুটি ইলকাই গিনদোয়ান ও রাহিম স্টার্লিংয়ের। লিগে দলটির এটি টানা পঞ্চম ও সব প্রতিযোগিতা মিলে টানা অষ্টম জয়। এই জয়ে ১৭ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট হলো ৩৫। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার উইনাইটেডের সমান ১৮ ম্যাচে সিটির সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে লেস্টার সিটি। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে নেমে গেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল।

ভারতীয় হওয়ায় ডুপ্লেসিদের স্টাফকে ভিসা দিল না ইমরানের পাকিস্তান

লাহোর।। দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে শনিবারই পাকিস্তানের পৌঁছেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু দলের সঙ্গে যেতে পারলেন না পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট প্রসন্ন আগোরাম। শুধুমাত্র ভারতীয় হওয়ার কারণে তাঁকে ভিসা দেয়নি পাকিস্তান সরকার। ফলে বেঙ্গালুরুতে থেকে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করতে হবে তাঁকে। আধুনিক ক্রিকেটে যে কোনও দলেই পারফরম্যান্স অ্যানালিস্টের গুরুত্ব অপরিসীম। বেঙ্গালুরুতে থেকে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করতে হবে তাঁকে। আধুনিক ক্রিকেটে যে কোনও দলেই পারফরম্যান্স অ্যানালিস্টের গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্রিকেটারদের খুঁটিনাটি বিচার করা থেকে খেলার কৌশল বদলে দেওয়া, সবেতেই প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন তাঁরা। দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ডের সঙ্গে গত ১১ বছর যুক্ত আগোরাম। গোটা বিশ্বে তাঁকে অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে ধরা হয়। ভিসা না অগত্যা নিজের বাড়িতে বসেই দুটি ল্যাপটপ এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করে কাজ চালাচ্ছেন তিনি। এক সংবাদপত্রে বলেছেন, ''আমি এখানে বসেই কাজ চালাব। তবে দলের পক্ষে খুব সমস্যার। বিস্তারিত অ্যানালিসিসের জন্য মাঠে হাজির থাকা জরুরি। তবে আমি শুনেছি জিম্বাবোয়ের কোচ লালচাঁদ রাজপুতকেও পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হয়নি। আবার পাকিস্তানের আলিম দারও নাকি ভারতের ভিসা পান না। তাই আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই।'' বাড়িতে থাকায় ফোনের উপরেই নির্ভর করতে হবে তাঁকে। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তা এবং দুর্নীতি বিরোধি কার্যকলাপ রোখার জন্য একাধিক বিধিনিষেধ রয়েছে। তবে খেলার শেষে ক্রিকেটাররা হোটেলে ফিরে এল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন।

উইকেট ভেঙেছে, বলটা জায়গায় রাখতে পারলেই হল ঃ স্মিথ

ব্রিসবেন।। সিরিজ নির্ণায়ক টেস্টে নিজেদেরই এগিয়ে রাখছেন স্টিভ স্মিথ। তাঁর মতে, বলটা শুধু ঠিক জায়গায় ফেলতে পারলেই তাঁদের কার্যসিসিদ্ধি হয়ে যাবে। সোমবারের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ''আমার মনে হয়, ম্যাচের পাল্লা আমাদের দিকেই ভারি। উইকেট তো আজ থেকেই একটু অন্যরকম নে হল। তাই কাল মূল কাজটা হল, ঠিকঠাক জায়গায় বলটা ফেলা। তাহলেই হবে। বাকি কাজটা পঞ্চম দিনের উইকেটই করে দেবে। আশা করব যেসব সুযোগগুলো আসবে, সেগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারব।'' বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। তবে সেটা নিয়ে ভাবতে নারাজ স্মিথ। বলেন, ''সেটা হলে তো কিছু করার নেই। যেগুলো আমাদের হাতে আছে, শুধু সেগুলো নিয়েই ভাবতে চাই।'' সেই ভাবনা থেকেই প্যাট কামিন্স, নেথান লায়নদের জন্য তাঁর পরামর্শ, ''বোলারদের ধৈয্য ধরতে হবে। অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গিয়ে লাভ নেই। ঠিক জায়গায় বলটা রাখতে হবে। বাকি কাজটা এমনিই হবে। এই ধরনের উইকেটে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলেই ডুবতে হবে।'' অস্ট্রেলিয়ার বড় সমস্যা মিচেল স্টার্কের চোট। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে এই জোরে বোলারকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। এই নিয়ে স্মিথ বলেন, ''আমিও দেখেছি, ও খোড়াতে খোড়াতে মাঠ ছাড়ল। এর বেশি কিছু আমি জানি না। তবে ওকে যতদূর জানি, সমস্যা হবে না। আগেও এরকম পরিস্থিতিতে খেলেছে। নিজের কাজটা ঠিক করে দিয়েছে। তাছাড়া আমাদের ফিজিয়ো ওর ব্যাপারটা দেখছে।'' আলাদা করে ভরসা রাখছেন অফ-স্পিনার নেথান লায়নের ওপর। স্মিথ বলেন, ''উইকেটে কিছু চিড় তো আছেই। ও অবশ্যই সেগুলো কাজে লাগাতে চাইবে। আর সেটা করতে পারলে মনে হয় না আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সমস্যা হবে।''

জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন না সানিঃ ম্যাচ বাঁচাতে পারে ভারত

ব্রিসবেন।। ব্রিসবেন টেস্টের যা অবস্থা তাতে সুনীল গাভাস্কার শেষ দিন ভারতের জেতার সম্ভাবনা দেখছেন না। তবে তিনি মনে করছেন, ভারত ম্যাচ বাঁচিয়ে দিতেই পারে। শেষ দিন জেতার জন্য ভারতের দরকার ৩২৪ রান। হাতে ১০ উইকেট রয়েছে। গাভাস্কার বলেন, "ব্রিসবেনে সবথেকে বেশি রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড ২৩৬। সেটাও হয়েছিল ১৯৫১ সালে। ফলে ভারতের সামনে কাজটা খুব কঠিন। তবু যদি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ফোকাস এবং সংকল্প ধরে রাখতে পারে, তাহলে ম্যাচটা বাঁচিয়ে দিতে পারে। সেই ক্ষমতা এই দের আছে। কয়েকটা বল আচমকা নিচু হয়ে যাচ্ছে। উইকেটের মাঝখানে কিছু ফাটলও তৈরি হয়েছে। বিষয়টা আরও কঠিন কারণ ম্যাচ এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাতে মেরে খেলা উচিত, না ধরে খেলা উচিত, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। রোহিত শর্মার এবং শুভমন গিল শুরুটা যদি ভাল করতে পারে, তাহলে ভারতীয় ড্রেসিংরুম স্বস্তিতে থাকবে।" অস্ট্রেলিয়ার আরও আগে ইনিংস ছাড়া উচিত ছিল কিনা জানতে চাইলে গাভাস্কার বলেন, 'সিডনিতে ঋষভ পন্থ এবং চেতেশ্বর পূজারার জুটিটা আরেকটু হলেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিচ্ছিল।

অসুস্থ প্রাক্তন ক্রিকেটার বি এস চন্দ্রশেখর ভর্তি বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): ম্যাচ দেখার সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বি এস চন্দ্রশেখর। ম্যাচ দেখার সময় তিনি ভালোই ছিলেন, কিন্তু আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন চন্দ্রশেখর। কথা বলতে তাঁর সমস্যা হয়, ক্লান্তি চলে আসে শরীরে। সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি প্রাক্তন বোলারকে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ৭৫ বছর বয়সী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারকে হাসপাতালের আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে এবং তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বিনয় মৃত্যুঞ্জয়া জানিয়েছেন, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও স্পিনার বি এস চন্দ্রশেখর বেঙ্গালুরুর প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি আইসিইউ-তে রয়েছেন এবং স্থিতিশীল রয়েছেন। বি এস চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সন্ধ্যা চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন, "তিনি ভালোই ছিলেন এবং ম্যাচ দেখছিলেন। আচমকাই তাঁর কথা বলতে সমস্যা হয় এবং শরীরে ক্লান্তি চলে আসে। আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তিনি ভালো আছেন এবং দু"দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-30/EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dt: 13/01/2021
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **27/01/2021** for **06(six)** Nos. construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA-C-2847/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-39/EE/RDAD/2020-21
Dt. 16/01/2021
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 29/01/2021 for the following works:
(1) "Construction of Type-III Residential Quarter including Internal Electrification for Hostel Superintendent in SC/ST Hostel at Katlamara HS. School, Mohanpur, West Tripura under NEC". ECV: ₹14,93,867.00
(2) "Maintenance of Foundling Home at Narsingarh, Agartala". ECV: ₹6,21,170.00
(3) "Sinking of Mini Deep Tubewell with 50 mtr pipe lines for sick room at Old age Home, Narsingarh". ECV: ₹ 2,59,519.00
(4) "Construction of RCC Retaining Wall on the road of Sarat Chowdhury para to Sonaram VC under Hezamara RD Block (Length-2 x 30 = 60 Metre)" (2nd Call). ECV: ₹23,08,891.00
(5) "Construction of Children Home as per JJ Act under Social Welfare & Social Education Department, Tripura at Ujan Abhoynagar, Agartala, West Tripura"(2nd Call). ECV: Rs. 80,51,133.00
Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.
Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
ICA-C-2839/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-38/EE/RDAD/2020-21 Dt. 15/01/2021
On behalf of the 'Governor of Tripura', The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender PWD Form No, 7 in two bid system from the Central & State public sector Undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. of 04/02/2021** for the following work:-

Sl. No	NAME OF THE WORK	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	COST OF TENDER FORM (Rs.)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR e-bidding	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DODUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1	"CONSTRUCTION OF SCERT OFFICE BUILDING (Excluding Boundary Wall & Retaining Wall) AT KUNJABAN DURING FY 2020-21 (on the first floor of new DIET building, West Tripura)". **DNIT NO :- e-DT/15/OFFICE (SCERT)/CE/RDD/AGT-DIV/DNIT/2020-21, Dt. 12/01/2021**	Rs. 5,74,04,615.00	Rs. 5,74,046.00	Rs. 5000.00	18 (Eighteen) Months	Up to 3.00 PM of 04/02/2021	At 3.30 PM on 04/02/2021	https:// tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Pre-Bid Conference: Date: - 25/01/2021, Time: 12.00 Noon at the office chamber of the EE R.D. Agartala Division, Agartala, Tripura in presence of the SE, RD 1st Circle, Agartala.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*.
Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 03812325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.
Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
ICA-C-2832/21

ত্রিপুরায় শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স-র সৌমিত্র স্মরণে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স ত্রিপুরার রবীন্দ্র ভবনে ১৮-১৯ জানুয়ারি "রিমেমবারিং সৌমিত্র চ্যাটার্জি" শীর্ষক এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন ত্রিপুরা হাইকোর্ট বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাপস মল্লিক,সুদীপ্ত চন্দ। দ্বিতীয় দিন, ১৯ জানুয়ারী সকাল ১১ টায় গান, কবিতা, শ্রুতি নাটক এর মাধ্যমে একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কিংবদন্তিকে স্মরণ করা হবে। মানস চক্রবর্তী এই কিংবদন্তি সম্পর্কে বলবেন। এই প্রদর্শনীতে তাঁর চলচ্চিত্রের অরিজিনাল পোস্টারগুলির মধ্যে অপুর সংসার, তিন কন্যা, ঝিন্দের বন্দি, কাঁচ কাটা হিরে, সোনার কেল্লা, দেবী, ছবির বুকলেটের মধ্যে অতল জলের আহ্বান, বার্নালী, স্ত্রী, আগুন, উত্তরন প্রদর্শিত হবে। থাকছে রেকর্ড কভার, অটোগ্রাফ করা ডকুমেন্টস, আকর্ষণীয় ভাবে সৌমিত্র চ্যাটার্জির নিজের আঁকা ছবির প্রথম মুদ্রণ থাকছে। এই প্রদর্শনীতে সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে নিয়ে ত্রিশটি মূল চিত্রকর্ম ভারত ও বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পীদের যেমন শুভাপ্রসন্ন, হিরণ মিত্র, সুব্রত গাঙ্গুলি, আশোক মল্লিক, রুপচাঁদ কুন্ডু, বাংলাদেশের জামাল আহমেদ, এসকে আফজাল হোসেন শামসুদ্দোহা, দুলাল চন্দ্র গায়েন, সাহাজাহান আহমেদ বিকাশ, হারুন আর রশিদ প্রমুখদের কাজ থাকছে। সামগ্রিকভাবে এই প্রদর্শনীটি দর্শকদের জন্য একটি স্মরণীয় ট্রিপ ডাউন মেমোরি লেন হবে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানী জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা বলেন, "কিংবদন্তি সৌমিত্র চ্যাটার্জীর জন্মদিন উপলক্ষে আগরতলায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা সত্যিই আমাদের কাছে সম্মানের। এটি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রদর্শন করার একটি স্মরণীয় ডকুমেন্টেশন হয়ে থাকবে। আশা করি তাঁর গুণমুগ্ধরা এর প্রশংসা করবেন।"

শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন নেট, স্লেট ও পিএইচডি ফোরামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা নেট, স্লেট এবং পিএইচডি ফোরামের পক্ষ থেকে সোমবার আগরতলায় শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা,শূন্যপদ পূরণের জন্য শিক্ষা দপ্তর কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সাবলীল করে তোলা।১০ দফা দাবির ভিত্তিতে ত্রিপুরা নেট সিলেট এবং পিএইচডি ফোরামের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল সোমবার শিক্ষা ভবনে গিয়ে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি তুলে দেন।ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফোরামের নেতৃবৃন্দ বলেন বর্তমানে এসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত জন্য ১০০০ পদপ্রার্থী রয়েছেন। শিক্ষা দপ্তর তাদেরকে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। গত ১৩ বছর ধরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে কোন নিযুক্তি নেই ফলে তারা অভিযোগ করেন। ফলে চাকরিপ্রার্থীরা বছরের-পর-বছর উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।তারা আরো জানান উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে সংরক্ষিত পদের জন্য দুবার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে।কিন্তু সাধারণ প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য কোন ধরনের ইন্টারভিউ কল করা হয়নি।ফলে সাধারণ প্রার্থীরা নিযুক্তির কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। এখনো ২২১টি শূন্য পদ রয়েছে বলে তারা জানান।অবিলম্বে শূন্য পদে নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে তারা দাবি জানিয়েছেন।উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।ফোরামের নেতৃবৃন্দ আরো জানান পরবর্তী পর্যায়ে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন।তারা আশা ব্যক্ত করে বলেন রাজ্য সরকার এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বিষয়টি বিবেচনা করে অতি সত্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।সরকার এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।উল্লেখ্য রাজ্যের কলেজগুলিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এর অভাবে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে কোন ধরনের নিয়োগ করা হচ্ছে না।উপযুক্ত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও শুন্য পদে নিয়োগ না করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা।রাজ্য সরকার যেখানে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়াসী বলে দাবি করে থাকে সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত দেওয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও দ্বিচারিতার আশ্রয় নিয়েছে বলেও তারা অভিযোগ এনেছেন।কেননা একদিকে বলা হচ্ছে শূন্য পদ রয়েছে অথচ অন্যদিকে শুন্য পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না।উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের তাগিদেই অবিলম্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন তারা।

প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় (নগর) রাজ্যকে ১৩৬.৩৯ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। আগরতলা পুরনিগম ও রাজ্যের সবকয়টি পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির জন্য বাসগৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহনির্মাণ ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সম্পতি প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় (নগর) রাজ্য সরকারকে ১৩৬.৩৯ কোটি টাকা দিয়েছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. সন্দীপ এন মহাত্মে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় (নগর) এ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৮০,৫৪৪টি গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে যার মধ্যে ৩৯,৩৫৫টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. সন্দীপ এন মহাত্মে জানান, ভারত সরকারের প্রদেয় এই অর্থে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার (নগর) অন্তর্গত গৃহ নির্মাণের কাজ আরও তরান্বিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় চলতি অর্থবছরে ২,৩১,৪২৭ জন কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় চলতি অর্থবছরের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ২,৫০,২৬৪ জন কৃষকের নাম পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। ২,৩১,৪২৭ জন কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। নথিভুক্তদের মধ্যে ২,২৫,৩২৬ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ২৭১.০২ কোটি টাকা জমা পড়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ডি পি সরাকর এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান। তিনি আরও জানান, চলতি অর্থবছরে ২.২৩৫ লক্ষ ধান উৎপাদককে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। এদের মধ্যে খারিফ মরশুমে ২.০৬ লক্ষ এবং রবি মরশুমে ০.১৭৫ লক্ষ কৃষক বীমার আওতায় এসেছেন।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পে তাদের প্রিয়িয়ামের অধিকাংশ প্রদেয় টাকা দেওয়া হয়েছে। পি এম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় থাকা সমস্ত কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আনতে ৮৫,৫১৭টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মোট ৩২৮.৬৭ কোটি টাকার কৃষি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ৬৭,৯৭৯ হেক্টর জমি শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের আওতায় আনা হয়েছে। তার মধ্যে উচ্চফলনশীল ধান চাষ করা হয়েছে ১৯,৫০০ হেক্টর এবং সংকর প্রজাতির ধান চাষ করা হয়েছে ৪৮,৪৭৯ হেক্টর জমিতে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জানান, উল্লেখিত সময়ে ৬,৫৪৮ জন কৃষকের কাছ থেকে ৯,৯৪৫.৪৯ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করে ১৫.৫২ কোটি টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসেবে তাদের প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে ৫৪টি ফার্মার্স নলেজ সেন্টার, ১২টি গ্রামীণ সংগ্রহ কেন্দ্র, ২৭টি গ্রামীণ বাজার ও ২১টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের উপর জোর দিতে কৃষকদের প্রতি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের উপর বেশি করে জোর দেওয়ার জন্যে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রাঙ্গণে কৃষক সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আয় বাড়াতে পারলে কৃষকরা তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার উপর বেশি করে নজর দিতে পারবে। তাই প্রযুক্তিগত সুবিধা সহ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে কৃষকদের ফসল উৎপাদন আরও বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, কৃষকদের সুবিধার জন্যই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রয়োজনের সময় এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তা নেওয়ার জন্যে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় বলেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তবেই অভিষ্ট লক্ষ্যে সহজে পৌঁছনো যাবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের উপর বেশি করে জোর দিতে গুরুত্বারোপ করেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহসভাধিপতি হরিশংকর পাল, উত্তর চেবরী পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতি দাস, সমাজসেবী প্রদীপ বরণ রায়, মনিহার দেববর্মা, কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের আঞ্চলিক অধিকর্তা ড. এ কে ত্রিপাঠি, ক'ষি অনুসন্ধান পর্ষদের ত্রিপুরা কেন্দ্রের যুগ্ম অধিকর্তা ড. বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী দীপঙ্কর দে। অনুষ্ঠানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আয়োজিত ক'ষি প্রদর্শনী স্টলেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে ২৮ জন মৌমাছি চাষীকে মৌমাছি পালনের জন্য বাক্স সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং ৩০ জন চাষীকে ৩০টি স্পে মেশিন বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

গন্ডাছড়ায় করোনা টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ জানুয়ারি।। সোমবার ধলাই জেলা গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ কর্মীদের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এই দিন গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান অনুষ্টানে উপসিত ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক এল. রাঞ্চল, গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্য আধিকারিক ডঃ জঠিলেশ্বর দেববর্মা প্রমুখ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই দিন করোনা মহামারীর ভ্যাকসিন দেওয়া হয় মহকুমা স্বাস্য কর্মীদের মধ্যে। এই দিন গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্য আধিকারিক ডঃ জঠিলেশ্বর দেববর্মাকে প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। পরে অন্যান্য স্বাস্য কর্মীদের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। মহকুমা হাসপাতালে ভ্যাকসিন প্রদানকে কেন্দ্র করে জনগনের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজন্য শাসন থেকে ভারত ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদান এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি এরাজ্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তরপূর্বা'লের রাজ্যগুলির সামগ্রিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর যে সর্বাত্মক উদ্যোগ জারি রয়েছে ত্রিপুরাও এর থেকে আলাদা নয়।

ত্রিপুরা সহ এই অ'লের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির মধ্য দিয়েই ক'ষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটছে। রাজ্যের নিজস্ব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলাই হোক পূর্ণরাজ্য দিবসের অঙ্গীকার। জনকল্যাণে সকলকে সাথে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে দিশায় কাজ করে চলেছে যথাযথভাবে তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব প্রতিটি রাজ্যবাসীর। আমি আজকের এই দিনে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সকল রাজ্যবাসীর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতা কামনা করছি।

কংগ্রেসের ডাকা বন্‌ধে সাড়া পড়েনি গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা সোমবার বার ঘন্টা রাজ্যব্যাপী বনধে গন্ডাছড়ায় তেমন সাড়া লক্ষ্য করা যায়নি। যদিওবা বনধ নিয়ে এই দিন বিজেপি এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে গন্ডাছড়া মন্ডল সম্পাদক সমীর দাস জানান কংগ্রেসের বনধে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় কোন সাড়া পড়েনি। গন্ডাছড়া তথা রাইমাভ্যালী এলাকার মানুষ কংগ্রেসের বনধ প্রত্যাক্ষান করে। এই দিন সকাল থেকেই গন্ডাছড়া সদর বাজার সহ মহকুমা এলাকার সমস্ত বাজার ছিল খোলা। রাস্তায় গাড়ি চলাচল ছিল স্বাভাবিক। তিনি বলেন কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেড়েই পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের উপর জঘন্য ঘটনাটি সংগঠিত করা হয়। বিজেপি দলের পাশাপাশি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও বনধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। এই দিন রাইমাভ্যালী ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার জানান সোমবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা রাজ্য ব্যাপী বনধে গন্ডাছড়া তথা গোটা রাইমাভ্যালী এলাকার মানুষ সকাল দিকে সমর্থন জানালোও বেলা বাড়ার সাথে সাথে বিজেপি নামদারি কিছু দুর্বৃত্তকারি জোর পূর্বক ভাবে ব্যবসায়ীদের দোকান পাট খোলাতে বাধ্য করে। তিনি বলেন দোকান খোলতেও বাজারে ক্রেতাদের উপসিতি নেই। রাস্তায় যানবাহন চলাচল নেই বললেই চলে। অফিস, আদালত খোলা থাকলেও সাধারন মানুষের উপসিতি নেই। সব মিলিয়ে কংগ্রেসের ডাকা রাজ্যব্যাপী বনধে রাইমাভ্যালীর মানুষ সাড়া দিয়েছে বলে যুব কংগ্রেস সভাপতি জানান।

স্কুল খুলে গেল দিল্লিতে, চলবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপের জন্য প্রায় ১১ মাস বন্ধ থাকার পর রাজধানী দিল্লিতে খুলে গেল স্কুল। তবে, আপাতত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসই চলবে স্কুলগুলিতে। প্র্যাক্টিক্যাল, প্রজেক্ট এবং কাউন্সেলিংয়ের জন্য স্কুলগুলিকে খোলার অনুমতি দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। সোমবার সকাল থেকেই দিল্লিতে সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন সমস্ত স্কুল খুলে গিয়েছে। তবে এই মুহূর্তে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরার বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসেবে রাখা হচ্ছে। যদি অভিভাবকরা চান, তা হলেই স্কুলে আসতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীরা।

স্কুল খুলে গেলেও, কোভিড বিধি মেনে ক্লাস করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত স্কুলকে। পড়ুয়ারাও সতর্ক রয়েছে। এদিন সকালে একজন ছাত্র জানিয়েছে, "আমরা সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলবে। সর্বদা সঙ্গে মাস্ক ও স্যানিটাইজার রাখব।" হারকোর্ট বাটলার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল নীরা রাও জানিয়েছেন, "ক্লাসরুমে যেভাবে পঠনপাঠন হয়, অনলাইন ক্লাসে তেমনটা সম্ভব নয়। সিলেবাস কমানো হলেও, বোর্ড পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। স্কুল খুলে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা সাহায্য করতে পারব।'

রাজ্যপাল আসাম রাইফেলসের আধিকারিকদের হাতে লেটার অফ এপ্রিসিয়েশন তুলে দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্যপাল রমেশ বৈস আজ রাজভবনে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা এবং অন্যান্য কাজের জন্য ২১ আসাম রাইফেলস এবং ২৯ আসাম রাইফেলসের আধিকারিকদের হাতে লেটার অফ এপ্রিসিয়েশন তুলে দেন। আজ বিকালে রাজভবনে এই অনুষ্ঠানে ২১ আসাম রাইফেলস-র বিগেডিয়ার একে শর্মা এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ আসাম রাইফেলস (ইস্ট) মেজর জেনারেল রতি সিং উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সাংবাদিকদের করোনার টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে কর্মরত সমস্ত সাংবাদিক, যারা করোনা টিকা নিতে আগ্রহী তারা আগরতলা প্রেস ক্লাব সম্পাদকের কাছে নাম, সচিত্র পরিচয় পত্র (ভোটার আই কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স / পেনকার্ড) যে কোনও একটি, জন্মের তারিখ, মোবাইল নম্বর, পোস্টাল এড্রেস অবিলম্বে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, প্রথম সারীর করোনা যোদ্ধা হিসেবে রাজ্যের সাংবাদিকদেরও করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিলো। প্রেস ক্লাবের এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদেরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করোনা টিকা দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রেস ক্লাবের সম্পাদককে জানিয়েছেন।

গুয়াহাটিতে পত্নীকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন স্বামীর, ফেরার অভিযুক্ত, চাঞ্চল্য

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরীতে ফের সংঘটিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। এবার পত্নীকে গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করেছে জনৈক স্বামী। ঘটনা গতকাল রবিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিলছড়া বৌদ্ধ ওয়াটার ফলস নিয়ে পেঁচারথলে মুখ্যমন্ত্রীর সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ পেঁচারথলে বন দপ্তরের অতিথি নিবাসে শিলছড়া বৌদ্ধ ওয়াটার ফলসকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন।

সভায় ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তাপস রায়, পুলিশ সুপার রতির'ন দেবনাথ, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী ও পেঁচারথলের বিডিও শ্যামজয় জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পেঁচারথল ব্লকের আন্দারছড়া এডিসি ভিলেজের শীলছড়া বৌদ্ধ ওয়াটার ফলস এলাকা এবং তৎসংলগ এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র তৈরীর অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী গতবছর শীলছড়ায় ওয়াটার ফলস পরিদর্শন করেছিলেন।

পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। সেই সময় এই ওয়াটার ফলস এর নামাকরণ করা হয়েছিল 'বৌদ্ধ ওয়াটার ফলস'। সেখানে নির্মিয়মান বৌদ্ধ মূর্তির বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

এক মাস সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি সূচনা করেন পরিবহনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।